শ্রীশশধর বিদ্যাবিনোদ কথক প্রণীত
ও প্রকাশিত।

কেশবপুর পোঃ আলতাপোল,
জেলা যশোহর।

—ঃ০ঃ—

গুপ্তপ্রেশ;

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

সন ১৩১৪ সাল।

অগ্রহায়ণ।

পূজ্যপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যারত্ন

ইষ্টদেবমহাশয় শ্রীপাদপদ্মযুগলেষু—

"নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব!"

অসীমরহস্যময় ভগবন্!—

আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগল দর্শনে একরূপ, ধ্যান-ধারণায় পৃথক্ রূপ কেন? দেখিয়া হতাশ হইয়া ভাবি কেন—কোন করুণাদ্রাবিণী পুণ্যপ্রবাহিণীর নিভৃত উৎস স্বেদচ্ছলে ইহা হইতে উৎসারিত না হইলে ত আমার নিস্তার নাই? সেই প্রসন্নপুণ্য-সলিলাভিষেকভিন্ন ত আমার কলুষকালিমা বিধৌত হইবে না? ভগীরথের কঠোরতর তপশ্চরণে কঠোর পাষাণপঞ্জর টুটিয়া মৃতসঞ্জীবনী পীযূষধারায় ব্রহ্মশাপগ্রস্ত সগরসন্ততির উদ্ধার সাধন করিতে পারে—অনন্ত মহাপাতকীও তরিতে পারে। আমার উদ্ধারের উপায় ঐ কুসুমপেল[illegible]ণেই কেন্দ্রীভূত। আমার তপস্যায় সে কঠোরতা নাই যে [illegible]ণ গলাইব। কোমল ভক্তির স্নিগ্ধ ধারায় ঐ কোমল চরণ বি[illegible] করি—বড় সাধ; তাই কোমলতার কথঞ্চিৎ নিদর্শন বিভি[illegible] কুসুমে গ্রথিত এই 'গীতি-হার' ঐ শ্রীচরণে—অযোগ্য হই[illegible]—অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে।
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব!"

সুদীন সেবক

শশধর

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং।

গীতি-হার।

[কাশী গমনকালে]

(১)

আলাইয়া—একতালা।

চলরে মন কাশীধাম ॥

কেন অনিত্য সংসারে, ভ্রম বারে বারে, জনম হবে না জননী-জঠরে,

ঘুচিবে যাতনা, বিষয় বাসনা, লভিবে চির বিশ্রাম ॥

(যার) উত্তরে বরুণা দক্ষিণেতে অশি,

তার মাঝে কিবা শোভে বারাণসী,

রাজা বিশ্বনাথ, রাণী উমাশশী,

অন্নপূর্ণা তাঁর নাম ॥

পূর্ব্বে পুরাতনী, পতিত-পাবনী, উত্তরবাহিনী আছেন সুরধুনী,

তীরে বসি তাঁর কত ঋষি মুনি, জপেন শিব শিব নাম ॥

স্বর্গ ত্যজি যত দেব দেবী আসি,

সুখে হলেন সবে শিবরাজ্যবাসী

দ্বারে দ্বারী হ'য়ে সুখে আছেন বসি, সিদ্ধিদাতা যাঁর নাম

স্বরূপ কুরূপ কি দরিদ্র ভূপ, সকলি সমান শিবের সমীপ
অন্তে ব্রহ্মনামে পূরান কর্ণকূপ, কারপ্রতি নহে বাম ;
(শিব কার প্রতি নহে বাম)
চঞ্চল চিত্তকে বুঝায়ে যতনে, শশধর চলিল আনন্দ কাননে,
করোনা বঞ্চন, দিও মা চরণ, যাতে ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম ॥

[কাশী উপস্থিত হইয়া এবং অন্নপূর্ণার বদন অবনত দেখিয়া]

(২)

আলাইয়া—একতালা।

শুনে দেখ্‌তে এলাম মা তোর কাশী।
হলেন পিতা রাজা হেথা তুমি রাজমহিষী ॥
কাশীবাসীর নাকি যাতনা থাকে না,
পূরাও বাসনা ওমা শবাসনা,
অন্ন বস্ত্র ধন, কর বিতরণ, (হয়) যে যাহার অভিলাষী ॥
জীবের প্রতি শিবের দয়ার নাই মা শেষ,
(তাই) অন্নপূর্ণা তোমায় কল্লেন ব্যোমকেশ,
অনুপায়ের হেথা নাই মা অন্নক্লেশ, কেহ না রয় উপবাসী ॥
শশধর বলে শশধর-ভালে,
সে সুখ হলো না শশধরভালে,
না চাহিতে ধন হলি মা কৃপণ, দেখে নতাননা এলোকেশি !

[কাশী হইতে প্রত্যাগমনকালে]

(৩)

আলাইয়া—একতালা।

শুনে এসেছিলাম সোণার কাশী।
আমার সোণা না মিলিল, শোনা সার হ'ল, (আমি) যে সন্ন্যাসী
সেই সন্ন্যাসী।
সোণার কাশী মায়ের ছিল কাণে শুনা,
কাশী এসে সে সব হ'ল দেখা শুনা,
ক'রে উপাসনা, ল'য়ে রূপা সোণা, রাজা হ'য়েছেন শিব সন্ন্যাসী॥
মাতার ধনে কন্যা-পুত্রের অধিকার,
পিতা হর হরে এ কোন্ বিচার,
নালিস কল্লেম কাশীরাজের গোচর, তাঁর বিচার শুনে পায় হাসি ;—
"মাতার নিধন হ'লে পুত্র ধনে ধনী,"
কালবারিণী মাতা তা ত আমি জানি,
(মায়ের) মরণত হবে না, সে ধনত পাবনা বৃথা থাকি কেন গৃহবাসী।
বহু পুত্র ব'লে এত অনাদর,
মা ব'লে ডাকিলে না হও মা কাতর,
দ্বিজ শশধর ডাক্‌বে না ক আর ; হব বিমাতার ক্রোড়বাসী॥

[কোন সুহৃদ-কার্য্যে মর্ম্মাহত হইয়া]

(৪)

খাম্বাজ—একতালা।

চল রে মন বারাণসী।
কেন ত্রিতাপে তাপিত, সদা ভীত চিত, হ'য়ে থাক দিবানিশি

সুখ আশে বাসে থেক নাক আর,
হবে না হবে না সে সুখ তোমার,
কেন বার বার, আশা করি তার, বাঁধ গলে মায়াফাঁসী ॥
আশার কিঙ্কর হ'য়ে ধনিবাসে,
সতত ফিরিছ তুচ্ছ ধন-আশে,
ধিক্ ধিক্ তোরে ওরে সর্ব্বনেশে, আশারে কররে দাসী ॥
কলির কুহকে ন্যায় সরলতা,
রসাতলে গেছে নিঃস্বার্থ মমতা,
সুহৃদে মিশেছে ঘোর কুটিলতা, সুহৃদ্ শোণিত অভিলাষী ॥
সংসারের সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি
শশধর বলে হয়ে কৃতাঞ্জলি,
আর যেন শিবে! ত্রিতাপে না জ্বলি, (আমার) অন্তর্জ্জলী যেন হয়
মা কাশী ॥

(৫)

খাম্বাজ—একতালা।

কবে যাব হে তব নিকটে।
দেহ পরিহরি, (হরি হে) তব রূপ ধরি, তব রূপ হেরি হৃদয়-পটে
কবে যাবে মম বিষয়-বাসনা,
কবে যাবে মম পর উপাসনা,
তারকব্রহ্ম নাম বলিবে রসনা,
নিস্তার পাইব সংসার সঙ্কটে।

কবে যাবে মম ভেদাভেদ জ্ঞান,
কবে যাবে জাতি-কুল-অভিমান,
স্তুতি নিন্দা কবে হইবে সমান,
সমভাবে রব ঘাটে মাঠে বাটে ॥
গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম রাম নাম,
বন্ধুগণে শুনাইবে অবিরাম,
নয়নে হেরিব নবঘনশ্যাম,
শয়ন করিয়া জাহ্নবীর তটে ॥
জননী-জঠর যাতনা কঠোর,
ভয়ে ভীতচিত দীন শশধর,
তাই এ কিঙ্কর, ভবভয় হর!
যাচে পদ হরি! কৃতাঞ্জলিপুটে ॥

জগদ্ধাত্রী-প্রতিমা দেখিয়া]

(৬)

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

হৃদয়ের ধন বাহিরে কেন দেখ্‌লে বুকে বাজে।
চরণ ধরি, ও শঙ্করি, আয়না আমার হৃদয়মাঝে ॥
নিজ পুরী পরিহরি, হরি আরোহণ করি,
চতুর্ভুজে অস্ত্র ধরি কেন মা সমরসাজে ॥
নিজ শত্রু বধিবারে, তীক্ষ্ন অস্ত্র করে ধ'রে,
নানা ছলে বধে তারে এইত বিধান জানি ;—
শশধর সুধায় বাণী, শুন শুন ভবরাণি, তুমি মা জগজ্জননী,
শত্রু কে তোর ধরা মাঝে ॥

(৭)

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কে দিল নাম তোরে "দয়ামযী" তারা।
হৃদয়ে নাই দয়ার লেশ তোর, পেয়েছ মা পিতার ধারা॥
যার হৃদয়ে দয়া থাকে,
সন্তান কি সে দুঃখে রাখে,
কাঁদলে তায় নিকটে ডেকে, নামিয়ে নেয় তার দুঃখ-পশরা॥
দিবা নিশি কেঁদে মরি, চাওনা ফিরে ও শঙ্করি,
ত্রিনয়ন রেখেছ ধরি, যেন ময়ূরপুচ্ছ নয়ন পারা॥
মাতৃহীন বালকের মত,
শশধর আর সহিবে কত,
যাতনা পাই অবিরত, কেঁদে কেঁদে হলেম সারা॥

[কালী প্রতিমা দেখিয়া]

(৮)

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

কেন মা হেমবরণ ত্যজি হলি শ্যামবরণী।
চতুর্ভুজা লোলরসনা, বিবসনা ত্রিনয়নী॥
বরাভয় মুণ্ড-অসি, ধরেছ মা এলোকেশি, না ধরে অধরে হাসি,
ধরাধরনন্দিনি॥
শুনি পতিনিন্দাবাণী, দুঃখে দক্ষালয়ে পরাণী, ত্যজিলা মোক্ষদায়িনি,
ও গো জননি ;—
এবে কেন সে পতিবক্ষে, চরণ করিছ রক্ষে, একার্য্য সতীর পক্ষে,
(বড়) দূষণ বাণী॥

শশধর বলে শুন, মাকে দোষ অকারণ, শিব নয় ও শবতনু,
দেখ বিচারি ;—
দেবগণের আদেশে, (মা) অশিতে অসুর নাশে, যে পড়ে চরণে
ত্রাসে, (সে) শিবতনু ধরে তখনি ॥

(৯)

খাম্বাজ—একতালা ।

আমায় বিদায় দে মা এলোকেশি ।
আমি আর না আসিব, (শিবে গো) আর না কাঁদিব,
আর না দেখিব ও মুখশশী ॥
আশা দিয়ে রেখেছিলি গৃহবাসে, তাই ছিলাম তারা সুখের আশ্বাসে
হলোনা হলোনা পোড়া ভাগ্যদোষে, এখন সাজালি
সাজিলাম সন্ন্যাসী ॥
সুকৃতি, সুমতি, সুগতি-বিহীনে, কৃপা কর দ্বিজ শশধর দীনে,
আর যেন ঘোর সংসার বিপিনে, আমি কোন বেশে
কোন দেশে না আসি ॥

(১০)

তোড়ী ভৈরবী—কাওয়ালী ।

কিবা হরিহর রূপেতে মন হরে ।
এরূপ-সাগর মোর নয়নে না ধরে ॥
এ যে রূপ চমৎকার, কে বর্ণিবে সাধ্য কার, অর্দ্ধ রজত সন্নিভ,
অর্দ্ধ নীল কলেবরে ॥

অর্দ্ধ কটি পীত ধড়া, অর্দ্ধ বাঘছাল বেড়া, (আছে) কত বীজ
নিজ নিজ নাভিসরোবরে ॥
ভস্মমাখা অর্দ্ধ হৃদে, অর্দ্ধ শোভে ভৃগুপদে, কিবা হাড়মালা
বনমালা শোভে তারোপরে ॥
কণ্ঠে কণ্ঠে আছে মিল, উভয়ের কণ্ঠ নীল, শ্রীকণ্ঠের বর্ণে,

উভয়ের মুখকান্তি, দেখে মনে হয় ভ্রান্তি, শ্বেত নীল অব্জ যেন,
এক নালোপরে ॥
তাহে নয়নভ্রমরযুগ্ম মধু পান করে ॥
অর্দ্ধ শিরে শোভে জটা, অর্দ্ধ মোহন চূড়া আঁটা, জটাবেড়া ফণী,
চূড়া বেড়া গুঞ্জহারে ॥
হে বাসুদেব আশুতোষ ! দাসেরে কর সন্তোষ, যুগল চরণ দাও,
দীন শশধরে ॥

—•••—

[কালীমাতাকে সম্বোধন করিয়া]

(১১)

সিন্ধু—মধ্যমান।

আনন্দময়ি শ্যামা।
একবার আমার কাছে আয় মা ॥
পুত্র বলে নে মা কোলে, ভবের খেলা যাই মা ভুলে,
থাকি সদা কুতূহলে, ঘুচে যাক কাল-ভাবনা ॥
পদ দিয়ে পতিবুকে, দাঁড়ায়ে আছ মা সুখে,
ছেলে ম'ল মনের দুঃখে, একবার ভাবিলি না
তার ভাবনা ॥

(১২)

ভৈরবী—যৎ।

কালীকৃষ্ণ নষ্টামি তোর বুঝেছি মা সব কারসাজি।
গিরিরাজের বেটী তুমি শিখেছ মা ভোজের বাজি॥
কভু পতির হৃৎ-সরোজ, জিভ্ কেটে মা দাঁড়াও লাজে,
কভু বৃন্দাবন মাঝে গো-ধন চরাও গোপালসাজে,
নির্গুণে নিরবয়ব, সগুণে ধর রূপ সব, কভু শিব, কভু
কেশব হ'য়ে তোষ ভক্তরাজি॥
শ্যামা কি শিব কেশব, যেরূপে বাসনা তব, এসে সেইরূপে হও
আবির্ভাব শশধর মা তাতেই রাজি॥

(১৩)

সিন্ধু—মধ্যমান।

এই কি দয়া দয়াময়ি তোর।
চিরকাল মা লোকের কাছে, হয়ে রইলাম যেন চোর॥
নাহি যাগ যজ্ঞ আদি, পাপের নাহি অবধি,
তাই ভাবি মা নিরবধি কিসে কাটি কর্ম্মডোর॥
দীনতারিণি দুঃখহরা, বেদে তোমায় বলে তারা,
আমি ডেকে পাইনা সাড়া, এমনি পোড়া কপাল মোর॥
সুতে সগুণে নির্গুণে, সমদৃষ্টি গো নির্গুণে!
তাই ডাকি মা নিশি দিনে, মা ব'লে তাই করি জোর॥

(১৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

এবার মা তুই খুব চলালি।
(এবার কালী খুব চলালি।)
দিলি ছেলের মুখেতে চূণ কালি ॥
সুরের তরে অসুর কেটে, পশুর মত রক্ত খেলি, (তারাগো)
পুত্তের মাথার মালা গেঁথে, গরবে গলায় পরিলি ॥
ছিল রূপের ডালি তাও লুকালি, নারীকুলে কালি দিলি,
লাজের মাথা খেয়ে, ন্যাংটা হয়ে খাঁড়া লয়ে খাড়া হ'লি ॥
পশুপতি পতির বুকে, সুখে যুগল চরণ থুলি,
ভয় পাছে মুক্ত হয় অসুর পেয়ে তোর ঐ পদধূলি ॥

---

(১৫)

খাম্বাজ—যৎ।

মা ব'লে কাঁদিলে শিশু জননী ব্যাকুলা হয়,
আসি চঞ্চল চরণে বুকে অঞ্চলে মুছায়ে লয় ॥
আমি কাঁদি দিবানিশি, একবার ত দেখ না আসি
মায়ে পোয়ে দ্বেষাদ্বেষী এত ত উচিত নয় ॥
যদি বল আমি দোষী, তাই মোরে দেখনা আসি,
দোষী বলে এলোকেশি আমি কি তনয় নয় ॥
শশধর বলে সার, দেখ মা করি বিচার,
কুপুত্র হইলে মার মাতা কি কুমাতা হয় ॥

(১৬)

আলাইয়া—যৎ।

কেটে দে মা মায়ার ফাঁসী এলোকেশি ধরি পায়।
তোমা বিনে, এ ভুবনে না দেখি কোন উপায়॥
শ্মশান কৃপাণ করে, সদা ত মা আছ ধরে,
তবে কেন তনয়ের রাখ এ বন্ধন দায়॥
কত মায়া প্রকাশিলে, কত দৈত্য বিনাশিলে.
তবে কেন হরমহিলে, হর না মম মায়ায়॥
শত্রু হই ত কেটে ফেল, পুত্র হই ত কোলে তোল,
করনা আর গণ্ডগোল আয়ু যে ফুরায়ে যায়॥
বল বল কথা বল, কেন হাসিতেছ খল খল,
খল হই ত মেরে ফেল, মরিলে জঞ্জাল যায়॥

---

(১৭)

আলাইয়া—যৎ।

মা হতে বিমাতা ভাল, মরা ছেলে কোলে লয়।
তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে গুণের কথা কব কায়॥
তুই পুত্র প্রসবিলি,
তুই কেটে গলায় পরিলি,
মাতৃনামে কালি দিলি, বিসর্জ্জন দিয়ে মায়ায়॥
লাজের মাথায় দিয়ে পদ,
পতির বুকে দিলি পদ,
তোর কাজে লোকের মাঝে, নারীর মুখ দেখান দায়

তোর জ্বালায় শিব ত্যজেন কাশী,
তোর জ্বালায় শিব সন্ন্যাসী
তোর জ্বালায় শিব শ্মশানবাসী, ক'রে বিমাতায় মাথায় ॥

---

(১৮)

আলাইয়া—যৎ ।

মায়ে পোয়ে দলাদলি বলাবলির কথা নয় ।
গলাগলি কচ্ছ ব'লে, কাজেই প্রকাশ কর্ত্তে হয় ॥
আসতে যদি হৃদ্‌মাঝারে, হাস্‌তে যদি বদন ভরে,
ডাক্‌তে যদি সমাদরে তবে কি বিবাদ রয় ॥
কবে কি হয়ে গিয়েছে, আজও তাই তোর মনে আছে,
সাধ করে কি লোকের কাছে পাষাণী বলিতে হয় ॥
এখন এসো মা কালি, খেও না আর গালাগালি,
করোনা আর ঢলাঢলি ক্ষমা মা চাহে তনয় ॥

ভগবতীকে সম্বোধন করিয়া,—

(১৯)

বেহাগ—আড়া ।

দয়াময়ী দুর্গা বলে কেউ যেন ডাকে না তোরে ।
যত ডাকি ততই ফাঁকি, বাকি মা কি রাখ্‌লে মোরে ॥
ঐ চরণ পাবার আশে, ঘুরে মরি দেশ বিদেশে,
একবার ত দেখনা এসে অভয়ে এ অভাগারে ॥
শুনিতে তোমার ভাষা, বড়ই প্রাণের আশা,
শশধরের এ পিপাসা, মিট্‌বে কিনা বল আমারে ॥

(২০)

বেহাগ—আড়া ।

মা বলে ডাকি নাই কভু তাই তোরে মা বলে ডাকি ।
বারে বারে অভাগারে দিওনা দিওনা ফাঁকি ॥
আদর মাখা মায়ের কথা, কভু শুনি নাই ত জগন্মাতা,
প্রাণে আছে বড় ব্যথা, আমি মা মাখেগো দুঃখী ॥
সাধের আশা কি পূরাবে না, একবার কি কথা কবেনা,
একবার কি রূপ দেখাবে না, নির্জ্জনে নিকটে থাকি ॥

(২১)

সুরট – একতালা ।

আর সহেনা যাতনা মনে ।
কত মা বলে ডেকেছি, মা বলে কেঁদেছি, মা বলে পড়েছি
বিজন বনে ।
সুখ আশে, বাসে কাটাইনু কাল
সুখ কোথা বৃথা বাড়িল জঞ্জাল,
কবে বিস্তারি করাল, কালমুখ কাল, আসিবে শাসিবে
নাশিবে প্রাণে
ভয়ে তখন দুর্গে কারে ডাক্‌ব বল,
তুমি বুদ্ধি বল তুমি যে সকল,
দ্বিজ শশধর বড় নিঃসম্বল, হের মা আসিয়ে নয়নকোণে ॥

(২২)

সুরট—একতালা।

তারা তুমি যে মা সকল।
আমি যে দিকে নিরখি, তব রূপ দেখি, ভূমণ্ডল কিবা নভস্তল ॥
তুমি পুষ্প তুমি তুলসীর দল,
তুমি বিল্বপত্র জাহ্নবীর জল,
তুমি মা তণ্ডুল, তুমি রম্ভাফল, কি আছে আমার বল সম্বল ॥
তোরে কি দিয়ে পূজিব কি দিয়ে তুষিব,
কিবা খেতে দিব কিবা পরাইব,
এ ভব-বৈভব তোমার যে সব, কেবল অভাগার আছে আঁখিজল
আজি হ'তে পূজা দিনু বিসর্জ্জন,
আর না করিব কুসুম চয়ন,
আর না আনিব জাহ্নবীজীবন, যাঁর দ্রব্য তাঁরে দিয়ে কি ফল ॥

(২৩)

খাম্বাজ—একতালা।

আমি ঐ কাল রূপ ভালবাসি।
শয়নে স্বপনে, গমনে ভোজনে মনে মনে অভিলাষী ॥
কালরূপ ভালবেসে কৃত্তিবাস,
ত্যজে নিজ বাস ত্যজিলেন বাস ;
সদা সদাশিবের শ্মশানেতে বাস, ভেবে শ্যামা এলোকেশী ॥
কালরূপে ভুলি গোকুল মণ্ডলী,
কালা ল'য়ে তারা করেছিল কেলি,
(শুনে) কালার বাঁশী কূলে দিয়ে কালি, ভজেছিল দিবানিশি।

শ্যামা-শ্যামাধরে কিবা হাসি রাশি,
শ্যামা-শ্যাম করে শোভে অসি বাঁশী,
শ্যামা-শ্যাম পদে হয়ে দাসদাসী আছেন শিবপ্যারী পরমেশী ॥
আমি ভাল বাসি শ্যামেরে শ্যামারে
কবে শ্যাম-শ্যামা ভাল বাসিবে আমারে,
আসি হাঁসি হাঁসি বসি হৃদমাঝারে কালগলে দিবে ফাঁসী ॥

(২৪)

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

আর মোরা খেল্‌ব না হোলি তোমার সনে ওহে হরি।
এমন ক'রে দিতে হয় কি ভিজায়ে শাড়ী, পিচ্‌কারি ॥
খেল্‌ব ব'লে তোমার সনে,
এসেছি গোপনে বনে,
(ছিল) এই খেলা কি তোমার মনে, ওহে বাঁকা বংশীধারি ॥
কত কথা কত ছলে,
গোকুলে সকলে বলে,
শুনে ভাসি আঁখি জলে, সরমে মরমে মরি ॥
কুলবালার কত জ্বালা,
তুমি কি বুঝিবে কালা,
পুরুষ পরশে সদা, (হয়) কলঙ্কিনী কুলনারী ॥

---

(২৫)

সিন্ধু — যৎ।

হরি দাও বা না দাও দেখা, আমি কভু না ছাড়িব।

যাবৎ জীবন আছে কাতরে তোমায় ডাকিব ॥

গমনে বলিব হরি, ভোজনে বলিব হরি, শয়নে বলিব হরি

আমি হরিনাম না ভুলিব ॥

শ্রবণে শুনিব হরি (জ্ঞান) নয়নে হেরিব হরি, রসনায় বলিব হরি,

হৃদি ওরূপ ভাবিব ॥

দয়া কল্লে পূতাত্মারে, পতিতপাবন কে বলে তারে,

তার, যদি এ পামরে (আমি) তবে দয়াময় জানিব ॥

---

(২৬)

রসিকের সুর — গড়খেম্‌টা।

নবীন নীরদবরণ কে ॥

তার রূপ দেখে মন মজেছে ॥

কালিন্দীকূলেতে, নীপতরু মূলেতে,

ত্রিভঙ্গবঙ্কিমঠামে দাড়িয়ে রয়েছে,

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন চরণতলে শোভিছে ॥

অলকাবৃতানন, তাহে বঙ্কিম নয়ন,

সুধাধার অধরে বেণু অতি সুশোভন,

বেণু রাধা রাধা ব'লে সদা মধুর স্বরে বাজিছে ॥

ও রূপ লাবণ্য ফাঁদে, প্রাণ রহিল বেঁধে,

শূন্য দেহে গৃহে এলাম লাজ ভয়েতে,

এখন ভেবে মরি সহচরি ! কেমনে পাই তারে ॥

দ্বিজ শশধর বাণী, শুন ওলো বিনোদিনি!
বিনোদে পাইবে বনে যাও একাকিনী,
(ধনি) কুলশীল লাজভয় ভাসাও যমুনাজলে
(ও শ্যাম চাঁদে ধনি পাবে যদি)॥

(২৭)

বেহাগ—আড়া।

জন্মের মত একবার তারা দেখা দে এ তনয়েরে।
আর আমি থাকৃব না হেথা ডাকৃব না মা বলে তোরে
এসেছি দুদিনের তরে,
যাব চলে দুদিন পরে,
দুর্ভিক্ষ থাকেনা সদা, কথা রয় মা চিরদিনের তরে॥
কতবার মা কত সাজে,
এসেছি এ রঙ্গ মাঝে,
ভাবিলে ভয় বুকে বাজে, জানত সব অন্তরে॥
(কবে) দেহ ছেড়ে চলে যাব,
(আর) ডাকৃতে পাব কি না পাব,
মর্ম্ম কথা কারে কব, সাজ্‌ব কি সাজ এবার মরে॥

(২৮)

বেহাগ—আড়া।

কোথা হ'তে এসেছি মা যাব মা কোথায় চলে।
চিরদিন রব না হেথা ডাকৃব না ত মা মা বলে॥
অল্পকাল তরে আসা, আশা পাই তোর ভালবাসা,
সে আশায় কেন নিরাশা কর মা পাতকী বলে॥

জননী সমান স্নেহ, আর ত মা কর্‌বে না কেহ
তাই বলি মা দেখ্‌ দেহ, দেহ স্থান ও পদতলে ॥
চক্ষু কর্ণ শক্তিহীন, এ দেহ ক্ষীণ মলিন,
কবে পঞ্চভূতে লীন করিবে অকালে কালে ॥

[গঙ্গা দর্শনে ;—]

(২৯)

ঝিঝিট — কাওয়ালী।

চরমে চরণে মোরে স্থান দিও মা সুরধুনি !
সপত্নী তনয় ব'লে দয়া কি হবে জননি ?
পণ্ডিত কুপুত্র ব'লে, দিয়েছে দূরেতে ফেলে,
তাই এসেছি তব কূলে ওগো পতিতপাবনি !
জননী মোর গর্ব্বে ভাষে, তাই এসেছি তোর গর্ভবাসে,
আমারে শমন ত্রাসে ত্রাণ কর গো ত্রিনয়নি !
ওমা ধরাধরসুতে ! ধর শশধর সুতে
দিও না মা রবিসুতে সতিনীতনয় জানি ॥

---

(৩০)

সিন্ধু — মধ্যমা।

দুঃখে সুখে যাবে দিন মা কার দিন না বেধে রবে।
ধনী ক্ষীর ননী খাবে (না হয়) দীনে উপবাসে রবে ॥
কেউবা তারা তোর প্রসাদে, রবে অপূর্ব্ব প্রাসাদে,
কেউবা না হয় মনের খেদে কুটীরে বাস করিবে ॥

যদি বল কর্ম্মফলে দুঃখ সুখ কপালে ফলে,
সদা কেন মা মা বলে ডাকে জীব সব তোমায় তবে ॥
আর তোরে ডাকিব না, আর তোরে সাধিব না,
তোর কাছে আর কাঁদিব না যা হবার কপালে হবে ॥
শশধর কাল-ভয়ে, ভীত নহে গো অভয়ে,
(যেয়ে) বারাণসী থাক্‌ব বসি ম'লে মুক্তি দিতে হবেই হবে

(৩১)

ভৈরবী — যৎ।

বস্‌লে তোমার ধ্যানে তারা কেবল দেখাও বিভীষিকা।
এ জন্মে তোর সনে বুঝি হলো না অভাগার দেখা ॥
দুঃখের কথা বলিব কি, যদি আঁখি মুদে থাকি,
অমনি চৌদিকে দেখি কল্পনার ছবি আঁকা ॥
বিজনে বসিতে চাই, বিজন মা নাহি পাই,
উহু মরি কি বালাই ছলে আশা মরীচিকা ॥
ছিল সংসারে সুখের আশা, জান্‌তাম না তোর ভালবাসা,
কেন বাড়ালি পিপাসা, এখন দায় হল জীবন রাখা ॥

(৩২)

সিন্ধু — যৎ।

এত ভাবি আর সাধব না, আর কাঁদ্‌ব না মা মা বলে।
সুখ দুঃখ যা হবার তাই হবে মা অভাগা ভালে ॥
সেধে কেঁদে কিবা হল, বিষাদে জনম গেল,
মনসাধ না পূরিল, ত্রিতাপে মা মলেম জ্বলে ॥

যতদিন জীবন রবে, রব মা নিজ গৌরবে,
ডাক্‌ব মা আর মা মা রবে, নীরবে যাব মা চলে॥
তবু পোড়া মন বুঝেনা, করে তোর মা উপাসনা,
তুমি কিন্তু শবাসনা কভু না ফিরে চাহিলে॥
দুঃখের কথা কারে কই, তবু দয়াময়ী কই
(আর) কেহ নাই যে তোমা বই শশধরের ভূমণ্ডলে॥

(৩৩)

মল্লার জংলা কীর্ত্তন।
আড়া।

দিন ত ফুরায়ে গেল দীনতারিণী এলো কই।
তারা হারা হ'য়ে তারা আর কত যাতনা সই॥
ঘোর তিমির রাশি, ঢাকিল তপনে আসি,
(আমি) কি করে বিজনে বসি, জননি! একাকী রই॥
*ব্যাধের আধি নাশিলে, শ্রীমন্তেরে উদ্ধারিলে,
রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধিলে,আমি কি তোর কেহ নই॥
(কবে) কাল সহ সমর, বাঁধিবে যে ভয়ঙ্কর,
ভয়ে কাঁপে শশধর, কি ক'রে মা হ'ব জয়ী॥

---

(৩৪)

মল্লার জংলা কীর্ত্তন।

কোন্ ডাকে মা দিলে চিঠী পাবে তুমি ভবদারা।
(আমি) সেই ডাকে তোমারে দিব তা হ'লে না যাবে মারা॥

---

* ব্যাধের অর্থাৎ কালকেতু নামক ব্যাধের।

লিখে তোমার সেই পোষ্ট, চিঠী দিব বেয়ারিং পোষ্ট
আমার এমনি দুরদৃষ্ট টিকিট নাই যে দিব তারা ॥
লিখে দুঃখের খুটি নাটি, অনেকবার দিয়েছি চিঠী,
উত্তর ত দিলি না বেটী, চিঠী বয় তোর কোন্ হরকরা।
জিজ্ঞাসিস্ হরকরার কাছে, তোর নামে কি চিঠী আছে.
বুঝি ঠিকানা তার পুঁছে গেছে পড়ে অভাগার আঁখি জলধারা ॥

[বিজয়া।] (৩৫)

ভৈরবী — কাওয়ালী।

একবার দাঁড়া গো জননি ! দুটো দুঃখের কথা যাই মা বলে।
কাল ত আর পাব না দেখা, যাবে মা এখনি চলে ॥
ত্রিতাপে যদি জীবন, রহে পুনঃ এক হায়ন
তবে পাব দরশন নতুবা শেষ দেখা দিলে ॥
প্রতিবার মা এস যাও সব জ্বালা জানিতে পাও,
তথাপি না ফিরে চাও তনয়ে নয়ন মেলে ॥
এবার ছাড়াছাড়ি নাই, স্পষ্ট কথা শুন্‌তে চাই
যদি কৃপা নাহি পাই চলে যাই বিমাতা-কোলে ॥
যার মাতার নাহি মমতা, সে সুতের জীবন বৃথা,
কারে কব মর্ম্মব্যথা, শশধর মা বাঁচে ম’লে ॥

---

(৩৬)

টোড়ী – চৌতাল।

জয় জয় মহেশ্বর, রজত কলেবর,
জটাজূটধারী পাপহারী দিগম্বর।
ত্রিপুরান্তকারী, ত্রিলোচন, ত্রিশূলধারী, ত্রিগুণাতীত,
ত্রিলোকপালন, ত্রিতাপবারণকারণ হর ॥
কার হৃদে এত দয়া শিরে ধরে মৃতা জায়া,
ভার্য্যায় দিয়ে অর্দ্ধকায়া হলেন অর্দ্ধ নারীশ্বর ॥
অর্ক, অস্থি, নাগ, ছাই সুখে অঙ্গে পায় ঠাঁই,
মনে আশা হয় তাই পদে স্থান পাবে শশধর ॥

---

(৩৭)

আলাইয়া—একতালা।

তারা কত দুঃখ দেবে আর।
আমি সহিতে না পারি, উহু মরি মরি, দিবস শর্ব্বরী ভুগি অনিবার ॥
ভজন পূজন বিহীন এ দীন,
বল বুদ্ধিহীন চিত যে মলিন,
অনুদিন তনু রোগে রোগে ক্ষীণ, দেহ রাখা হ'ল ভার ॥
নাহি সুখলেশ ভোজনে শয়নে,
থাকি সদা শিবে বিষাদিত মনে,
এ দেহ পতন হবে কত দিনে, পাতকী পাইবে এ ভবে নিস্তার ॥
না যাচি জননি ! কামিনী কাঞ্চন,
হৃদয় রঞ্জন নন্দিনী নন্দন,
শশধর করে এই নিবেদন যেন না আসি এ ভবে আর বারবার ॥

(৩৮)

সিন্ধু জংলা।

আর কি সুখে রেখেছ সংসারে।
এই পাপী পামরে॥

এতই পাতক মাতঃ করেছি সঞ্চিত, শৈশবে জননি-স্নেহে করিবেন বঞ্চিত, জনকের আদরে বঞ্চিত হলেম কৈশোরে, কানন সমান মোর হইল ঘরে।

যৌবন ধনহীন অভাব নিশিদিন, শয়নে ভোজনে পানে বারে বারে॥

ক্রমে হলেম প্রাচীন, বলোত্তম বুদ্ধিহীন, কন্যাপুত্র হীন কেবা পালিবে মোরে॥

এবে ভয়ে ভীত চিত মাতঃ ডাকি বারে বার,
উচিত সন্তানে তারা করিতে উদ্ধার,
যুড়ি দুটি কর, দীন দ্বিজ শশধর,
শরণ লইল তব পদে কাতরে॥

—— — ——

(৩৯)

সিন্ধু—জঙ্গলা।

এসে দেখা দিয়ে দাসে, কেন মা চলিয়ে গেলি?
যদি হৃদে না রহিবি তবে কেন এসেছিলি?
কি করিব কোথা যাব, কোথায় তোমারে পাব,
কারকাছে জিজ্ঞাসিব কে দিবে সন্ধান বলি।

সুখে ছিলাম গৃহবাসী, কেন সাজালি সন্ন্যাসী,
কি দোষে করিলি দোষী অন্তরে লুকাইলি ?
শশধরের এই করিলি, সুখ শান্তি কেড়ে নিলি,
পাগল পারা সাজাইলি স্কন্ধে দিলি দুঃখের ঝুলি ॥

---

(৪০)

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল।

(কালি !) দেখালে তোর রূপের ডালি কালি কি তোর পড়ে কূলে?
তাই যদি হয় সর্ব্বনাশি মনের কথা বল মা খুলে।
আর হেথা আসিব না আর বৃথা কাঁদিব না,
আর তোরে সাধিব না ডাক্‌ব না মা বলে ভুলে ॥
তোর পিতা পাষাণ মা পাষাণী, তুই তাদের পাষাণ নন্দিনী,
তবে কেন লোকে তোরে ডাকে দয়াময়ী বলে ॥
আশা ছিল চিরকাল দেখ্‌তে কালরূপের আলো,
(কেমন নখশশী আছে প্রকাশি বসি যুগল পদোৎপলে ॥)
কত শোভা মনোলোভা হররমার এলোচুলে ॥

(৪১)

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল।

আর তোরে লিখ্‌ব না চিঠী কেঁদে কেঁদে বারে বারে।
এবার ডবল মাশুল, ক'রে উশুল, খবর মা পাঠাব তারে ॥
জানি সন্তানের দুর্দ্দশা, অবশ্য তোর হবে আসা,
কি ক'রে তোরে পায়ে ধ'রে রাখে দেখি দিগম্বরে ॥

(৪১)

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল।

আর তোরে লিখব না চিটি কেঁদে কেঁদে বারে বারে।
এবার ডবল মাশুল, করে উশুল, খবর মা পাঠাব তারে॥
জানি সন্তানের দুর্দ্দশা, অবশ্য তোর হবে আসা,
কি ক'রে তোরে পায়ে ধ'রে রাখে দেখি দিগম্বরে॥
বহু দূরে ঘুরে ঘুরে, মরেছি দেশ দেশান্তরে,
মূলের তত্ত্ব ভুলে গিয়ে পড়েছি মা বড় ফেরে॥
ছটা ষ্টেসনের পরে বসে আছ আপন ঘরে,
এতদিন মা জান্‌লে পরে বেড়াই কভু দূরে দূরে?

[কালীরূপ বর্ণন]

(৪২)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

মা মোর আনন্দময়ী নাচিছে আনন্দভরে।
কার সাধ্য, ভবারাধ্য বর্ণে বর্ণে ভবানীরে॥
কটীতটে নরকর, গলে নরশিরহার, অশি মুণ্ডাভয়বর,
শোভা করে চারি করে॥
বিসর্জ্জন দিয়ে সম্পদে, পতি পশুপতি পদে পড়িয়া সব আপদে
মুক্ত দেব দেবীবরে॥
যাঁর শিরে পতিতপাবনী, তিনি পদে পতিত জানি, লাজভয়ে হররাণী
রসনা দংশন করে॥
ভবের ভব বন্ধন, যেপদে হ'ল মোচন, সেই পদে মা দেহ স্থান,
দ্বিজ দীন শশধরে॥

[তারারূপ বর্ণন]

(৪৩)

খট্—ঝাঁপতাল।

নব কাদম্বিনী জিনি, নবীনা নিতম্বিনী, অম্বুজনয়না কেরে,
সম্ভু হৃদি-বাসিনী ॥
পদ বিকচ অম্বুজ তাহে শোভে নখাম্ভোজ
ভালে অর্দ্ধদ্বিজরাজ কম্বুগ্রীবা ত্রিনয়নী ॥
কেরে করালবদনা, ভীমা বিলোলরসনা,
একজটা-বিভূষণা বিজড়িত তাহে ফণী ॥
স্থূল কটী লম্বোদরা, তাহে বাঘছাল পরা,
খর্ব্বাকৃতি গর্ব্বে ভরা সর্ব্বদেববন্দিনী ॥
খড়্গ, কত্তৃ, খর্পর, চারু ফুল্ল ইন্দীবর,
শোভাকরে চারি কর, জ্ঞান-সৌভাগ্যদায়িনী ॥
শশধর বলে সার, ঘুচাও নয়নাঁধার,
তা হ'লে চিনিবে তারা, তারা ত্রিতাপহারিণী ॥

---

(৪৪)

[ষোড়শীরূপ বর্ণন]

ভৈরবি—ঝাঁপতাল।

কে বলে শ্যামারে কাল আমার মা কি কাল মেয়ে।
হৃদের অন্ধকার হরে যার পদ হৃদয়ে ল'য়ে ॥
মা মোর চির ষোড়শী, অকলঙ্ক পূর্ণ শশী,
মুখে মৃদু মৃদু হাসি সুখে বসি কুবলয়ে ॥

রক্তাম্বর কটীতটে, সুধাকর শোভে ললাটে,

(পদে) ব্রহ্মা বিষ্ণু করপুটে রুদ্রেশ মহেশে ল'য়ে ॥

কণ্ঠে রত্নহার দোলে, রূপেতে বিজলী খেলে,

চতুর্ভুজে কুতূহলে, (ধনু) পাশাঙ্কুশ শর লয়ে ॥

কিঙ্করে করুণা করি, ফিরে চাও রাজরাজেশ্বরি !

শশধর কৃপা ভিখারী তব দ্বারে শমন ভয়ে ॥

[ভুবনেশ্বরীরূপ বর্ণন]

(৪৫)

কানেড়া বা তোড়ী—চৌতাল ।

কি শোভা সরোজমাঝে বিরাজে ভুবনেশ্বরী ।

রূপে নিরুপমা বামা গলে রত্নহার পরি ॥

পাশাঙ্কুশাভয়বর শোভা করে চারি কর,

ভালে অর্দ্ধ সুধাকর শোভিছে গরব করি ॥

শোণিতবরণা ধনী, সুবদনী ত্রিনয়নী

ত্রিতাপহারিণী শিবা দেবী ত্রিপুরসুন্দরী ॥

মহাবিদ্যা মহাদেবী মহাদেব যাঁরে সেবি,

মহত্ত্ব লভিলা মহাশ্মশান আশ্রয় করি ॥

রাখ পদে দুরাচারে, দীন দ্বিজ শশধরে,

আর যেন বারে বারে জঠরে না বাস করি ॥

[ভৈরবীরূপ বর্ণন,]

(৪৬)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

নলিনমলিন রূপে নলিন উপরে বসি।
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা প্রকাশিছে রূপরাশি ॥
অক্ষ পুঁথি বরাভয়, শোভে ভুজ চতুষ্টয়,
অর্দ্ধেন্দু ভালে উদয় ত্রিনয়না মুক্তকেশী ॥
নানা রত্ন বিভূষিতা, মুণ্ডালি গলে লম্বিতা,
সদা মনে হরষিতা মুখে অট্ট অট্ট হাসি ॥
শুনিয়া হাসির রব, ভয়ে ভীত ভৈরব,
পঞ্চাননে নাহি রব, হেরি হর পরমেশী ॥
বলে দ্বিজ শশধর, (কেন) শঙ্কা কর হে শঙ্কর
ভৈরবী রূপেতে ভয় দেখান তব উমাশশী ॥

[ছিন্নমস্তারূপ বর্ণন]

(৪৭)

বেহাগ আড়া—চৌতাল।

কি রূপ হেরিনু মাগো অপরূপ ভূমণ্ডলে।
আপনি আপন শির কাটিলেন কুতূহলে ॥
ত্রিধারে ক্ষরে শোণিত, দেখি ভয়ে ভোলা ভীত,
নিজ মুখে এক ধার দিয়ে দ্বিধার আলি যুগলে ॥
জবজ বরণী ধনী দ্বিভুজা বরবর্ণিনী,
উরগোপবীত মুণ্ড অস্থি মালা গলে দোলে ॥

দিগম্বর কটিতটে অর্দ্ধেন্দু শোভে ললাটে,
ত্রিনয়ন ত্রিনয়নীর চন্দ্র সূর্য্যানল জলে ॥
অনঙ্গশরকাতরা বিপরীত রতাতুরা,
স্ম'রপরে স্মরনারী হরনারী পদতলে ॥
তুমি শিবসিমন্তিনী সর্ব্ব সম্পদ্ প্রদায়িনী,
তবে কেন দিবা যামিনী সুত ভাসে আঁখি জলে ॥

[বগলারূপবর্ণনা] (৪৮)

ভৈরবী—সুরফাঁকতাল।

অসুররসনা ধরি, বসি সিংহাসনোপরে।
নানা রত্নবিভূষিতা, সুমণি মন্দিরোদরে ॥
সুধারসাগর মাঝে সুধামুখী কে বিরাজে
রূপ দেখি শশী লাজে পড়েছে পদনখরে ॥
পীতবর্ণা পীতাম্বরা পীনোন্নত পয়োধরা,
দৈত্যদর্প খর্ব্ব করা মুশল দক্ষিণ করে।
আদিত্য অম্ভোজানল, ত্রিনয়ন সমুজ্জ্বল,
অর্দ্ধেন্দুশোভিত ভাল মুকুট মস্তকোপরে ॥

---

(৪৯)

কীর্ত্তন—যৎ।

ভাল মায়ের কাল ছেলে হ'লে কি দেয় দূরে ফেলে ?
আদরে হৃদয়ে ধ'রে চুম খায় মুখকমলে ॥
গরব ক'রে বন্ধুজনা, নাম রাখে তার কেলেসোণা,
তোমার এমনি বিবেচনা চাওনা ফিরে নয়নমেলে ॥

দেখে তোমার অযতন, নির্ভয়ে রিপু ছ'জন,
আসি করে নির্য্যাতন আমারে চরণে ফেলে ॥
তব প্রিয় মায়াদাসী, সেও চরণে দলে আসি,
বাসনা হয় গলে ফাঁসী দিয়ে মরি হরি ব'লে ॥
তোমার তনয় বই, আমি ত মা অন্য নই,
তবে কেন এত যাতনা সই হ'য়ে রাজারাণীর ছেলে ॥
এ সন্দেহ কে ঘুচাবে, শশধর কার কাছে যাবে,
কার কাছে জিজ্ঞাসিবে, জবাব দিয়ে যা মা চলে ॥

---

(৫০)

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

আসার সময় জঠর জ্বালা ভবসাগর যাবার বেলা।
যে দুদিন মা রাখ্‌বি ভবে, তাও দিবি মা অশেষ জ্বালা ॥
নরনারী আর্ত্তনাদে, কেবল দিবা নিশি কাঁদে,
পড়িয়ে সংসার ফাঁদে এ কেমন মা তব লীলা ॥
কেউ বা হ'য়ে দারা হারা, নয়নে ফেলিছে ধারা,
পতি শোকে আঁখি নীরে ভাসে কোন কুলবালা ॥
কেউ বা রোগে, কেউ বা শোকে, কেউ দারিদ্র্য দুঃখ ভোগে,
দেহ রাখে যোগে যাগে স্কন্ধে বয় মা দুখের ঝোলা ॥
কুসুম সুষমারাশি, কেন কাল নাশে আসি, রাহু গ্রাসে পূর্ণশশী,
রবি কেন হয় উতলা ॥
শশধর মা বুঝ্‌তে নারে, ভুগ্‌তে নারে আর ভাবতে নারে,
তাই ডাকি মা বারে বারে, সাঙ্গ কর মোর ভবখেলা ॥

(৫১)

আলাইয়া—কীর্ত্তন।

আমি কি পুণ্যে পাইব হরি তোমারে।
ভাবি তাই অন্তরে॥
আমার নাহি যাগ যজ্ঞ আদি, পাপের নাহি অবধি,
নিজগুণে তার যদি এই অভাজন পামরে॥
পাপের অনলে প্রাণ দহিছে, দিবানিশি দুনয়নে দুখবারি ঝরিছে,
জ্বালা কারে বা জানাব আমি, আমার কে আছে হে জগৎস্বামী,
(আমার প্রাণের জ্বালা কে বুঝিবে, তুমি বিনা এজগতে,)
তুমি ত নাথ! অন্তর্যামী জান সব অন্তরে॥
কেন হরি ধরামাঝে আনিলে,এনে মোরে এসংসারে এবিপদে ফেলিলে,
আমার মাতা পিতা সুতাসুত, সকলি তুমি ত নাথ,
(এ সংসারে আর কে আছে হে তুমি বিনা এজগতে,)
কর কৃপাদৃষ্টিপাত এ দীনহীন পামরে॥

---

(৫২)

বাউল সুর।

কেন মিছে কাজে ঘুরে মর আসার সংসারে।
হরি হরি হরি ব'লে ডাক ভাই উচ্চৈঃস্বরে॥
সরলা রসনা পেয়ে, কেন আছ নীরব হ'য়ে, নেচে করতালি দিলে,
ডাক তাঁয় প্রেমভরে॥
মাতা পিতা সুতসুতা, ছাড় তাদের মমতা, তুমি বা কার কেবা
তোমার, আপন বলিছ যারে॥
যে হরি ভব-কাণ্ডারী,দিবা নিশি ডাক তাঁরি, দিলে তিনি চরণতরী,
যাতনা যাবে দূরে॥

(৫৩)

বাউল সুর।

মাতা পিতা ভ্রাতা সুতা পথের পরিচয়।

যার কাজে সে চলে যাবে তোমায় করে নিরাশ্রয় ॥

অল্প কাল একসঙ্গে, আছে সুখে রসরঙ্গে, কালে এভবতরঙ্গে,

ভেসে যাবে কে কোথায় ॥

তাই বলি অনিত্য ধন, ত্যজে ভজ নিত্য ধন, হরি হরি বল মন;

যিনি চরমে আশ্রয় ॥

(৫৪)

পরজ—ঠাস কাওয়ালী।

হায় দুখ কব কায়।

বলিতে বিদরে হৃদয় ॥

তবে থাকে জীবন, জীবনকান্ত, তুমি যদি হও সদয় ॥

প্রবল রিপুশাসনে, জ্বলে মরি নিশিদিনে,কে নিবারে তোমা বিনে,

কি হবে উপায় ॥

ষড়রিপু রাজা হ'য়ে দেহে বসেছে ;—(তারা)

আমার মন ভুলায়ে লয়ে দাস করেছে।

তার বাসনা রূপা সোণা, তাই করে পরের উপাসনা, এদুখ আর

(কেলে সোণা) সহ্য নাহি যায় ॥

আমার মত পতিত মানব নাই ধরায়, হরি!

তোমার মত পতিতপাবন নাহি মুরারি!

তাই কাতরে, উচ্চৈঃস্বরে, ডাকে দীন শশধরে, এসে দেখা দাও

পামরে, ওহে নীরদকায় ॥

(৫৫)

ঝিঝিট জংলা—কীর্ত্তন।

আমি কি রূপে ধরিব শ্যামচাঁদে।
যার তরে সদা প্রাণ কাঁদে ॥
আয়ুনিশি হ'ল ভোর, কোথা র'ল চিত চোর, তারে কে রাখিল
ক'রে জোর, পড়িলাম প্রমাদে ॥
(যার) চরণে নূপুর বেড়া, কটিতটে পীতধড়া, মস্তকে মোহনচূড়া,
বাঁধা নানা ছাঁদে ॥
বলে দীন শশধরে, পবিত্র মন মন্দিরে, প্রেম সুধা দিয়ে পাত
ভক্তিরূপ ফাঁদে ॥

(৫৬)

তোড়ী ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমি কিরূপে পাইব তোমারে।
তাই ভাবি অন্তরে ॥
হ'ল শৈশব কৈশোর মোর যৌবন গত, তাদের অভিমত কাজে
কাল করিলাম গত; এবে প্রৌঢ়তাগত ভয়ে ভীত চিত,
কবে বার্দ্ধক্য আসিয়ে বাসা নেবে শরীরে ॥
দিলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মোরে যুগল নারী, তায় প্রবৃত্তি প্রবলা হ'ল
উপায় কি করি; রাখে তার সহবাসে, সদা নিশা দিবসে, সে যে
না দেয় যাইতে কভু নিবৃত্তি ঘরে ॥
অবলা প্রবলা যার ললাটে ঘটে, পদে পদে বিঘ্ন তার কপালে ঘটে,
দুখে হৃদয় ফাটে, বলি কার নিকটে, হ'ল দুরন্ত তনয় ছয় তার
উদরে ॥

পতির অনাদর দেখে দুঃখে নিবৃত্তি সতী, মরম যাতনায় ছেড়ে মম বসতি, আমায় কিছু না বলে, গেছে দূরেতে চলে,
লয়ে সম দম দয়া ভক্তি পুত্রকন্যারে ॥

(৫৭)

বাউল – খেমটা।

ওরে মন কাণা তোর নাই কড়ার বিবেচনা।
তুমি বসে বসে ভাবছ বল কি কাল কচ্ছে যে আনাগোনা ॥
পশু পক্ষীর অধম, তোরে বল্‌ব কিরে মন, সময় হলে করে তারা
প্রকৃতি-গমন ;
তোমার অস্ত্র-দন্ত অন্ত তবু নারীর আঁচল ছাড়লে না ॥
পক্ষীর যাবৎ প্রয়োজন, করে তাবৎ আয়োজন, ঘর বাঁধা কি
বে করা কি সন্তান পালন ;
তারা ফুটলে আণ্ডা, হয়গো ঠাণ্ডা (আর) বাসার উপর বসে না ॥
তোমার পাক্‌লো মাথার চুল, হ'ল সর্ব্ব কর্ম্মে ভুল, চক্ষু কর্ণ গেল
তবু বিষয়ে ব্যাকুল ;
হ'ল আচ্ছা আচ্ছা বাচ্চা তবু বাসার আশা ছাড়্‌লে না ॥

—•••—

(৫৮)

সুরট—একতালা।

আর কেন মা ছলনা কর।
ত্রিগুণে! ত্রিগুণে আর ত্রি-আগুণে দেহমন জরজর ॥

শিরোপরে জ্বলে ঘোর চিন্তানল,
হৃদয়ে যে দহে বাসনা অনল,
জঠরে প্রবল জ্বলে ক্ষুধানল,
আসিয়ে ত্রিতাপহারিণি ! হর ॥
দেব-ঋষি-পিতৃঋণ ল'য়ে তারা,
শোধিতে সন্তান এসেছিল ধরা,
নারিনু শোধিতে (ক্রমে) লাগিল বাড়িতে,
ভয়ে হৃদি কাঁপে থর থর ॥
ন মাতা ন পিতা ন পুত্র ন ভ্রাতা,
কেহ নাই হেথা কে করে মমতা,
তুমি জগদ্ধাত্রী সব সুখদাত্রী
তাই ডাকে মা কাতরে শশধর ॥

---

(৫৯)

মুলতান—একতালা।

সে দিন অতি ভয়ঙ্কর।
যে দিন আসিবে শাসিবে শমনকিঙ্কর ॥
বেঁধে অন্ধকারে,কোথা ল'য়ে যাবে, শত্রু মিত্র কেহ খুঁজিয়া না পাবে,
সে ঘোর যাতনা কেহ না দেখিবে, দারা সুত সহোদর ॥
কি ভাবে যে কবে জীবন যাইবে, যতনের ধন কোথা পড়ে রবে,
সাধের বৈভবে প্রভুতা না রবে, সবে হবে তব পর ॥
তাই বলি এবে হও সাবধান, ভব-নদী পারের কররে বিধান,
করুণানিধান-পদে সমাধান কর মন কলেবর ॥
কাতরে কিঙ্কর দীন শশধর, এই ভিক্ষা চায় জুড়ি দু'টি কর।
যেন পায় গো অবসর রসনা আমার বল্‌তে হরি হরি হর ॥

(৬০)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় মা দিয়েছেন জায়গীর জমী।
এর নাইক শমন বেশি কমী॥
এর নাইক তলব, নাইক কিস্তী, নালীস নাইক কিস্তী কিস্তী,
তাই জমীর উপর ক'রে বস্তি, সুস্থ হ'য়ে আছি আমি॥
জমীর আছে পাটা, ঠেঁটা বেটা, করিস্ কি মিছে ভণ্ডামি,
তায় স্বাক্ষর আছে কেলে বেটীর, সাক্ষী আছেন জগৎ-স্বামী;
ফসল গণ্ডা নাইক ব'লে, ভেরনা আমার নষ্টামি,
(মায়ের) নাই কৃপাবৃষ্টি, কর দৃষ্টি, কিসে সৃষ্টি করি আমি॥
(ফসল কিসে সৃষ্টি করি আমি।)
জমী সরকারে খাস হ'য়ে যাবে, যে দিন আঁখি মুদ্‌বে আমি,
তুমি ফিরে যাও নিজ ভবনে, মোর সাথে রাখ রামরামি॥

(৬১)

ভৈরবী—সিন্ধু জলদ একতালা।

তুমি কার আশে গৃহবাসে ব'সে কর কালযাপনা।
এ তিন ভুবনে, কামিনী কাঞ্চনে, পূরেছে কার কামনা॥
নিধন ধনলোভে রাজা দুর্য্যোধন, কামিনীর লোভে নিধন রাবণ,
তাই বলি ত্যজ কামিনী কাঞ্চন, হবে শিব কর শিব-সাধনা॥
আশুগতি সম আশুতোষ আসি, তুষিবেন তব হৃদয়ে প্রবেশি,
মহিমা প্রকাশি দুখরাশি নাশি, ঘুচাবেন ভব ভব-ভাবনা॥
প্রবৃত্তির পথে বিপদ্ বিস্তর, নিবৃত্তির পথে হও অগ্রসর
দুখ দূরে যাবে সদা সুখে রবে ঘুচে যাবে যত বিফল বাসনা॥

(৬২)

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল।

সকলি দুখ নিদান সুত সুতা ভ্রাতা দারা।
ধনে জনে ভবনে সুখ ভাবে ভবে মুগ্ধ যারা॥
শুনি শাস্ত্রের প্রসঙ্গ, পতি নারীর অর্দ্ধ অঙ্গ,
সেই পতি হবে ভস্মরাশি অক্ষতা রহিবে দারা॥
(কিম্বা) দারা হারা হ'য়ে তারা নয়নে বহিবে ধারা॥
আমি চাইনা সুত চাইনা দারা, সে কেবল মা দুখের ভরা
কেবল আমি তোমার হ'য়ে রব, তুমি আমার হবে তারা॥
শশধরের এই বাসনা, শুন গো মা শবাসনা,
যেন মা বলে ডাকে রসনা তারা দেখে নয়নতারা॥
আমার শ্রবণে শ্রবণ যেন করে সদা তারা তারা॥

(৬৩)

ভৈরবী—খেমটা।

হৃদয় মোর শ্মশান নিমতলা।
আগুন জলছে সমান দু'বেলা॥
সু-আশা দুরাশা আসি সদা পুড়ে হচ্ছে ভস্মরাশি,
তবু মায়া সর্ব্বনাশী পাতিছে নানা ছলা॥
মহাশ্মশান হ'লে পরে, (শুনি) শিব তথা বসতি করে,
অভাগার কপাল ফেরে (দেখি) কেবল পাঁচ ভূতের খেলা॥
(কবে) জ্ঞানগঙ্গার তরঙ্গ এসে, প্রবল চিতার আগুন যাবে ভেসে,
সুখে আমি থাকব বসে ঘুচিবে সকল জ্বালা॥

(৬৪)

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

[তীর্থভ্রমণান্তর]

জানিলাম যাবেনা কভু বিষয়বাসনা দূরে।
তবে কেন বৃথা আর তীর্থে মরি ঘুরে ঘুরে॥
দেখিলাম গয়া কাশী, যমুনা বরুণা অশি,
দেখ্‌লাম শ্যামা মুক্তকেশী প্রয়াগে মাধবজীরে॥
ক'রে বড় আকিঞ্চন, গেলাম তীর্থ বৃন্দাবন,
দেখ্‌লাম সাধের কৃষ্ণকুঞ্জে কুঞ্জবিহারীরে॥
জীব মুক্তি পায় যাতে, দেখলাম রথে জগন্নাথে,
তথাপি মম মানস কুপথে সতত ফেরে॥
দ্বিজ শশধর উক্তি, যোগে কর অনুরক্তি
অবশ্য পাইবে মুক্তি ভবে না আসিবে ফিরে॥

---

(৬৫)

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সব আশা মোর হ'ল বৃথা।
আমি কার কাছে যাই, কারে সুধাই, কে আছে মোর বন্ধু হেথা॥
ব্রহ্ম লাভ আশায় ফিরি, দেখলাম সাধু সঙ্গ করি,
দেখিলাম গৈরিক পরি, ভ্রমণ করি যথা তথা॥
যোগী কর্ণে তুলা গুঁজে, বসেন যোগে আঁখি বুঁজে,
আমি ফিকির পাইনা খুজে, মনের তুলা গুঁজব কোথা॥
মম অঙ্গে ভস্ম মাখা, মন পরে কিংখাপের চোখা,
মুখে দিয়ে পায়ের জোঁখা কেনে সে বিলাতি জুতা॥

আমি ভাবি হরনারী, মন ভাবে মোর পরনারী,
উহু মরি কি ঝক্‌মারি বৃথা ব'য়ে মরি ঝুলি কাঁথা ॥
দ্বিজ শশধর ভাবে, কিসে মুক্তি পাই ভবে,
কিসে লাভ করি ভবে, কিসে কাটি কর্ম্মসূতা ॥

---

(৬৬)

আলাইয়া একতালা ।

ভেবে হ'লাম যে পাগল ।
রোগের ঔষধি কি তারা বল বল বল ॥
কোথা হ'তে এসেছিলাম এই ভবে,
পুন হেথা হ'তে যেতে হবে কবে,
আবার কি সাজাবি, কি সাজা মা দিবি,
হব সচল অচল বলী কি দুর্ব্বল ॥
পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবর,
ভূত প্রেত কিম্বা নর বা বানর,
সুরাসুর কিম্বা কিন্নর কি নর,
রব ভূতল পাতাল কিম্বা নভস্তল ॥
মনের বাসনা তোরে তারা কই,
যে হই সে হই যথা তথা রই,
নাহি জানে যেন তারা তোমা বই,
মানস পামর কভু এক পল ॥
যদি কর শশধরে রাজ রাজেশ্বর,
অথবা ভিখারী কমণ্ডলুকর,
কি পরকিঙ্কর, যা কর তা কর,
যেন হৃদে তব ভক্তি রহে অবিরল ॥

(৬৭)

রামপ্রসাদি সুর—একতালা।

আমি বুঝতে যাই তোর ভবের ভাব।
আমি অতি বোকা বেয়াদব ॥
মশার বলে হাতী টানা, এ যে আশা অসম্ভব
ঘট গঠনের সাধ্য নাই মোর, জালার বায়না কোথা পাব ॥
বুঝবে বা কে শুন্‌বে বা কে, হাসির কথা কব কারে,
সিদ্ধি ফলা শিখে আমি দিতে যাই বেদের জবাব।
যে ঘরেতে বাস করি তার নিত্য ভাব নব নব,
আমি বুঝ্‌তে নারি তার কারখানা এম্‌নি মোর বুদ্ধি গৌরব ॥
শশধর বলিছে খাঁটি শুনরে মন বলি তব,
তুমি মায়ের ছেলে মায়ের কোলে বসে রও হয়ে নীরব ॥

(৬৮)

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

(চাঁদ) বদনভোরে হরি হরি বল।
এখন আছে রসনা সবল ॥
দারা সুত পুত্র পরিজন, ধন ধান্য পশু প্রতি ত্যজরে যতন,
খাও নামের সুধা, যাবে ক্ষুধা ত্যজ বিষয় হলাহল ॥
মানুষ তুষ্ট কর্ত্তে গেলে ভাই, রত্নরাজি গজ বাজী অনেক দ্রব্য চাই,
হরির কেবল প্রেম ভক্তি, আর অনুতাপের অশ্রুজল ॥
বিষয়সুরা-সাগরে ভেসে, সুখে মর হেসে হেসে, ও সর্ব্বনেশে,
জান না যে শমন এসে ধ'রে লবে ক'রে বল ॥

পথিক নিশাযাপন কারণ, ক্ষণকালের জন্য ভবন করে অন্বেষণ,
সে প্রভাত হলে, যায়রে চলে, লয়ে তার নিজ সম্বল ॥
তেমনি আয়ুনিশা ভোর হ'লে চলে যাবে নিজ দেশে কারু না বলে,
ফেলে ধনের বোঝা পাপের বোঝা করে পথের সম্বল ॥
দীন দ্বিজ শশধর বলে,শেষদিনে পার কর্‌বে যে তোয় সাগরের জলে
(ভব সাগরের জলে)
এবে কররে তার উপাসনা, ছাড়রে চাতুরী ছল ॥

(৬৯)

বাউলের সুর—খেমটা।

দিন যেন যায় তব ভজনে ।
আমি অন্য কিছু চাহিনে ॥ (দীনবন্ধো হরি)
কর্ম্মগুণে ধনপতি হই, অথবা অধর্ম্ম ফলে স্কন্ধে ঝুলী বই
(ভগবন স্কন্ধে ঝুলি বই)
থাকি ত্রিতল ভবনে কিম্বা থাকি নিবিড় কাননে ॥
দেব বা ভূদেব নাম লই, অথবা অন্ত্যজ কুলে চণ্ডাল বা হই,
(ভগবন্ চণ্ডাল বা হই)
যেন হৃদে ভক্তি রহে হরি, হরিনাম রহে মোর বদনে ॥
যে দেশে যে কুলে জন্ম হয়,যেন সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে রঙ্গে দিন যায়
(আমি) পাপ প্রলোভনে যেন কুসঙ্গেতে মজিনে ॥
সাধুসঙ্গবিহীন যে জন, পরমার্থ কি পদার্থ সে জানে না কথন,
তাই হীরের দরে জিরে কিনে রাখে গৃহে যতনে ॥

(৭০)

গারাভৈঁরবী — কাওয়ালী।

সদা তারা তারা বল মম মন।

অনুক্ষণ শ্রবন শুন তারানাম তারারূপ দেখ দু'নয়ন!

করেরে তুমি কি কর, হও তারাকিঙ্কর, কুসুম চয়ন কর,

পূজিতে রাঙা চরণ॥

শুনরে পাপ চরণ! ত্যজ বৃথা বিচরণ, যথা তারাপীঠ তথা

কররে সুখে গমন॥

রসনে পিব সুরস সদা তারামৃতরস, ত্যজ পর অপযশঃ

করিতে সদা ঘোষণ,

তোদের আশা পূরাতে, শশধর নানামতে, করেছে যতন,

এবে পুরারে তার আকিঞ্চন॥

---

(৭১)

বেহাগ — গড় খেমটা।

(তার) ভবপারে চিন্তা কি রে, যে জন চিন্তামণির চিন্তা করে

যে জন নারায়ণ কররেরে স্মরণ, তার কি মরণে ভয়রে॥

তার কর করে ধরি, দয়াময় হরি, ভবপারে ল'য়ে যায়রে॥

না পেলে আতর, নাবিক কাতর,

চড়িতে না দেয় নায় রে;

তুমি মহামূল্য ধন হরি নাম রতন

করনা অর্পণ তায় রে॥

মন প্রাণ ধন কর সমর্পণ,
যশোদানন্দন পায় রে ;
হরির অনুকূল বাতে যাইবে পারেতে
যুগলপদ-ভেলায় রে ॥
দ্বিজ শশধর, ভয়েতে কাতর,
ভাবিয়ে পাথর প্রায় রে
(নাহি) কৃষ্ণপদে মতি, কি হইবে গতি,
হায় হায় হায় হায়রে ॥

---

(৭২)

মল্লার—যৎ ।

দিবা নিশি কেঁদে কেঁদে দেখা ত পেলেম না মায় ।
কি করি কোথায় যাই মরি মরি হায় হায় ॥
তত্ত্বময়ীর তত্ত্ব আশে, জলাঞ্জলি দিয়ে বাসে,
কাটানু কাল তীর্থ-বাসে, তবু না পেলাম তায় ॥
এমনি পোড়া দুরদৃষ্ট অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট,
তবু না মিলিল ইষ্ট, এবে প্রাণ যায় যায় ॥
কেবল মাত্র পণ্ডশ্রম, হ'ল মা চতুরাশ্রম,
না বুঝিলাম কোন ক্রম বিপদ মা পায় পায় ॥

(৭৩)

(বাউলের সুর)

ওরে বেটা ভেড়ের ভেড়ে।
বিষয় এখনো দিলি না ছেড়ে॥
চক্ষু কর্ণ দন্ত আতুর, (তারা) নিজ নিজ কর্ম্মে কাতর রে—
ক্রমে আশা মাগী দেখ্‌ছি ডাগর,
মনের নাগরালী যাচ্ছে বেড়ে॥
গুরু তোরে ক'রে যতন, দিয়েছিলেন অমূল্য ধন, মনের মতন,
তুই বেটা এম্‌নি অভাজন, দেখ্‌লি না তা নেড়েচেড়ে॥
(তোর দেহে) জরা এসে বাস করেছে, (ভয়ে) রূপ যৌবন সব পালিয়েছেরে-
অস্থি চর্ম্ম সার হ'য়েছে কোন দিনে কা'ত ক'রবি কেঁড়ে॥
তুমি এখনও সতর্ক হও, হরিপদেতে বিকাও, হরিগুণ গাও,—
কবে রক্তলোচন রবিনন্দন, ক'রবে বন্ধন, এসে তেড়ে॥

---

(৭৪)

বাউলের সুর।

তুই কেন ব'সে রইলি ঘরে।
এই জরাজীর্ণ কলেবরে॥
চলিতে অশক্ত চরণ, শুনিতে অশক্ত শ্রবণ রে,—
দেখিতে অশক্ত নয়ন তবু ফের দ্বারে দ্বারে॥
তোয় দিতে দুটি ক্ষুধার অন্ন, অন্নপূর্ণা নয় রে ক্ষুণ্ণ (মন)
যার কৃপাতে উদর পূর্ণ, ক'রছে জীব চরাচরে॥

যার নাহি অন্য গতি, তার গতি পশুপতি, হরেন দুর্গতি,—
(যার ঘরে) দুর্গতিহারিণী দুর্গা অন্নপূর্ণা রূপ ধ'রে ॥

---

(৭৫)

বাউলের সুর।

তোমার এত করি উপাসনা। তবু গেল না মোর পাপ-বাসনা ॥
বাসনা প্রবলা ব'লে জলে স্থলে, ভূমণ্ডলে কত ঘুরালে,
তবু মিট্‌ল না সাধ, একি প্রমাদ, ঘুচলো না মোর আনাগোনা ॥
তুমি চরণ ছাড়া কর ব'লে, মরি হে ত্রিতাপে জ্বলে, এ ভূমণ্ডলে
কেন অগাধ সিন্ধু-মাঝে জলবিন্দু মিস্‌তে হরি কর মানা ॥
সুখ-সিন্ধুর বারিবিন্দু আমি, কেন হই কুপথগামী,
(ও জগৎস্বামী) না পেয়ে সিন্ধুতে স্থান, বই গো উজান,
তাই পাই এত যাতনা ॥
তুমি সর্ব্বশক্তিময়, ইচ্ছাময়, দয়াময়, আনন্দময়, তোমার কেমন
হরি দয়া মায়া তনয়ে কোলে তোলনা ॥

---

(৭৬)

ভৈরবী—দ্রুত ত্রিতালী।

বল কোন্ দেশী বিচার তোমার।
যারে পাবে তারে লবে ক'রে আপনার ॥
পর সদা পর রয়, পর পর পর হয়
দু'দিনে ফুরায়ে যায় ভালবাসা তার।

দেখিলে ত পর পর, সত্য ত্রেতা দ্বাপর,
অসার সংসার, হরি পরাৎপর সার ॥
বিন্দুমাত্র পর প্রেম, লভিতে এতই শ্রম,
করিতেছ এ কি ভ্রম, মন দুরাচার ॥
যদি কর প্রেম-আশ, প্রেম যদি ভালবাস,
ভজ হরি পীতবাস, প্রেম-পারাবার।
হরি পূর্ণ প্রেম-সিন্ধু, ভক্ত হৃদি-নভ-ইন্দু
নাহি দিতে প্রেমবিন্দু কৃপণতা তাঁর ॥

---

(৭৭)

ভৈরবী – কাওয়ালি।

পর বাসে অশেষ যাতনা। ত্বরা চল নিজদেশে পূরিবে বাসনা ॥
অনন্ত সুখের আশে, ভ্রমিলে অনন্ত দেশে, অনন্তকাল সহিলে যন্ত্রণা,
যদি নিত্য সুখে আশ, নিত্যানন্দে ভালবাস,
নিত্যধামে যেতে কর নিত্যই কামনা ॥
অনিত্য ধনেরি তরে, অনাস্থা ভেবনা তারে,
যারে দেব দেবী করে উপাসনা ;—
শুন কর্ণ তাঁর নাম, দেখ আঁখি ঘনশ্যাম,
তাঁর নাম ঘোষরে রসনা,—
সেই সে আপন দেশ, কমলা সহ রমেশ,
(যথা) বিরাজেন ধরি রূপ নানা ॥
তথায় যাইতে মতি, কর ওরে মূঢ়মতি,
ছাড় ছাড় ছাড়রে ছলনা ॥

---

(৭৮)

গারা ভৈরবী – কাওয়ালী।

যার খাও তার গাও না রে মন বেড়াও পরের কেঁচো ধ'রে।
রাজার বেটীর ব্যাটা হ'য়ে এমন ঠেঁটা হ'লি কি প্রকারে ॥
যে তোরে ভবে আনিলে, শান্তি সুখৈশ্বর্য্য দিলে,
তারে তুমি না চিনিলে, ভুলে গেলে একেবারে ॥
এই যে মানব দেহ, প্রতি পলকে সন্দেহ,
রাখিতে পারিবে না কেহ, যবে কাল লবে হ'রে ॥
তাই বলি শুন মন, তারাপদ অনুক্ষণ,
কর রে ধ্যান পূজন, ত্যজ কুজন ছ'জনারে ॥
শ্রীহরিচরণে মতি, রাখরে ক'রি মিনতি,
দেরে মোরে অব্যাহতি, মজাসনে দীন শশধরে ॥

---

(৭৯)

সিন্ধু—কাওয়ালী।

দেখিতে দেখিতে গেল দিন, তনুক্ষীণ অনুদিন
ভানুসুত এসে কবে ক'রবে নিজ অধীন ॥
পরবাসে পরপাশে, পরে কিসে ভালবাসে,
পরের প্রেম আশ্বাসে, মত্ত নিশি দিন।
পরাৎপরে পরিহরি, বিষয়বাসনা করি,
সতত মানস মম হতেছে মলিন ॥

প্রপঞ্চ জগতে ভুলি, পঞ্চাননে না পূজিলি,
পঞ্চকোষে না ঘুরিলি, ওরে দীনহীন।
কবে যে পঞ্চত্ব পাবি, অপবিত্র শব হবি,
পঞ্চভূতে পঞ্চভূত হ'য়ে যাবে লীন॥

---

(৮০)

কাপি সিন্ধু—কাওয়ালি।

কবে শিবে হবে গো সুদিন। যাইবে যাতনা যত, সুখে রব অবিরত
বিষয়বাসনা হবে ক্ষীণ।
কাশীভূপে কর্ণকূপে শুনাবেন চুপে চুপে
ব্রহ্মরূপে তারকব্রহ্ম নাম সমীচীন—
জাহ্নবী-জীবনে তনু, রাখি ভাবি ইষ্ট মনু,
তবরূপ হেরি হব জীবনবিহীন।
এ ঘোর পাপ-সংসারে, পুনঃ না আসিব ফিরে,
সহিব না বারে বারে যাতনা কঠিন।
নিত্য অমরধামে, মত্ত হ'য়ে রাম নামে,
দেব মাঝে দেবাসনে হইব আসীন॥
উপাস্য দেববিহনে মুহুর্মুহু নিশি দিনে,
বিরহ দহনে দগ্ধ হবে না এ দীন—
দুই তনু এক হবে. ভেদাভেদ না রহিবে,
জল মাঝে জলবিন্দু হয়ে যাবে লীন।

---

(৮১)

খাম্বাজ—খং।

দুখের শর্ব্বরী হরি কবে হবে অবসান।
যাইবে যাতনা যত পাপী পাবে পরিত্রাণ॥
কু-আশা-কুয়াসা ঘোরে, মিশি নিশির তিমিরে।
সুযোগে কুবৃত্তি চোরে হরে পুণ্য, ধন, মান॥
জ্ঞান-তপন প্রভাবে, অন্ধকার দূরে যাবে।
রসনা-পাপিয়া গাবে, সুখে বিভুগুণ-গান॥

---

(৮২)

বাহার—ঢিমেতেতালা।

আর ভাবিতে না পারি হরি ভব-ভাবনা।
আশা যাওয়া বার বার সার, আশা ত মিটিল না।
ভাবি গৃহ পরিহরি, যোগিবেশ পরি হরি,
নির্জ্জনে বনে করি তব সাধনা—
আছে মায়া-চিন্তা দুটী নারী, তাহে ছ'জনা প্রহরী
কিছুতে পলাতে নারি একি যন্ত্রণা॥
আয়ুঃ শেষ, শ্বেত কেশ, তবু আশা দেয় ক্লেশ,
ঘুরাতেছে দেশ বিদেশ, একি লাঞ্ছনা।
এ যে তব মায়া হে মাধব, আমি কিসে করি পরাভব;
না দেখি উপায় তব করুণা বিনা॥

---

(৮৩)

মল্লার—একতালা।

সব পরিহরি, ভাবনা পাশরি, হরি হরি বল মন।
থেকনা অলসে, ভুলনা বিলাসে, ধ'রে লবে কেশে শেষে এসে শমন।
মাতা, পিতা, ভ্রাতা,বনিতা, দুহিতা, এদের মমতা সকলি যে বৃথা,
সর্ব্বসুখদাতা সকলবিধাতা কালবরণ কালনিবারণ॥
রাজা আছ পেয়ে গজবাজী, শেষের ভাবনা ভাবনাক পাজি,
বাড়ী টাকা কড়ি, যুড়ি গাড়ি ঘড়ি, সকলি অনিত্য ধন॥
দ্বারে দ্বারবান শমনসোদর, শমন আসিলে হবে না দোসর,
তাই বলি এবে ল'য়ে অবসর, ভাব নিত্য নিরঞ্জন॥
ধর শশধর বচন সুন্দর, হৃদি ভাব সদা সে শ্যামসুন্দর,
যাতনা পাবে না, বিষাদ রবে না (তোরে) শমনে ছোবেনা মন॥

---

(৮৪)

পরজ—ঢিমে তেতালা।

কি কারণে রেখেছ গোপনে (ও রাঙাপদ)
মল মা নন্দনে।
যে ধনে তুমি মা ধনী, সে ধন কেন দেখিনে।
দেখ গো মা পর পর, সুরাসুর কিন্নর নর,
থাকে না গৌরবে গৌরি ! হইলে পদবিহীনে।
যে পদ-সম্পদ পেয়ে, শিব অশিব নাশিয়ে,
আছেন মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে, ব'সে আনন্দ-কাননে॥
আশা ক'রে এসেছি মা, একবার দেখাও শ্রীপদ ওমা উমা,
খাব না নেব না যাব একবার হেরে নয়নে॥

(৮৫)

প্রসাদী সুর।

আমি মলাম মন কুমন্ত্রী জুটে। দুখ জানাই তাই মা তোর নিকটে।
কামিনী কাঞ্চন কালি! নরকের দ্বার শাস্ত্রে রটে।
ঐ ঠেঁটা বেটা বলে সদা ঐ দুটো ভাই বড় মিঠে॥
যদি কিছু ধন আনি মা, দেশ বিদেশে খেটে খুটে।
ঐ মন বেটা দেয় কুমন্ত্রণা, ছয় বেটা খায় লুটে পুটে॥
অসুরনাশিনী তুমি আমার খাওনা ছ'টা অসুর কেটে।
তাপিত তনয় তারা এই ভিক্ষা চায় করপুটে॥
ব'লে ক'য়ে রেখে যদি, আসি তারা তোর নিকটে—
আমি ঘরে না আসিতে তারা আগে আগে আসে ছুটে॥
অর্থ পরমার্থ তারা, সবায় চায় মা তোর নিকটে
আমি চাই না অর্থ, পরমার্থ, কেবল দেখ্‌তে চাই তোর হৃদয়পটে।

---

(৮৬)

প্রসাদী সুর।

এই কি মা তোর ভবের বাজার। ভাল সাজায়েছ আচ্ছা মজার॥
দূর হ'তে সব মোহিত হ'য়ে, দৌড়ে আসে কর্ত্তে ব্যাপার।
কেনা বেচা করে কিন্তু মনে মনে সবাই বেজার॥
গলি ঘুঁজি অনেক আছে, মুখের কাছে খুব সাফাই তার
মাঝে গেলে তেড়া বাঁকা, জঞ্জালে পোরা চারিধার॥
মনে ভাবি সুখের গলি, আগে আছে ভাবনা কি তার,
যতই হাঁটি ততই মাটি, কেবল দেখি ঘোর অন্ধকার॥

ইচ্ছা করি, পিছন ফিরি, আটক করা ফটকের দ্বার,—
সুখ দুখ চাই না তবু, ফিরতে দেয় না কি অত্যাচার ॥
চির সুখের আমদানী নাই, ক্ষণিক সুখ তাও দু' দশ জনার
কারো ভাগ্যে অষ্টরম্ভা, শর্ম্মা যেমন একজনা তার।

(৮৭)

বাউলের সুর।

তোরে তাই করি মানা, জলের মাঝখানেতে যেওনা।
সূক্ষ্ম সূতলি ফেলে, বসে আছে কাল-জেলে,
তাতে আমিষ মোড়া বড়সী জোড়া অতি কৌশলে;
তা গিল্লে পরে, পড়্‌বে ফেরে টান্‌লে টুন্‌লে খস্‌বে না।
মায়া খেবলা-জাল হাতে, লম্বা রশী যে তাতে,
জেলে ঘুরিয়ে ফেলে সংসার-জলে বসে তফাতে,
বড় সূক্ষ্ম বোণা, সে জালখানা, চুনা পুটি ফস্‌কায় না।
আমি দেখে শুনে তাই, মারছিনাকো ঘাই,
কাদায় নিজে ঝিমটামেরে বসে আছি তাই—
আমি কূর্ম্মের মত থাক্‌বো কাদায় তবু—
জলে সাঁতার কাট্‌বো না।

(৮৮)

ভৈরবী—যৎ।

'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং' এই কথাটি শাস্ত্রে রটে।
বিচার করে দেখ্‌লাম শ্যামা এইকথাটি সত্য বটে
অধিক রূপ তাই রূপ দেখাও না,
অধিক চোখ তাই ফিরে চাও না
অধিক দয়া তাই কাতর হওনা
অধিক সুত তাই খাও মা কেটে।
অধিক ঘর তাই শ্মশানবাসী,
অধিক কেশ তাই এলোকেশী,
অধিক ধন তাই ভস্ম রাশি
মেখে থাক গরিব ঠাটে।
অধিক বস্ত্রালঙ্কার ব'লে, পরনা মা অঙ্গে তুলে,
ভূষণ হয় মা ফণিমণি,
নর-করে কটী রাখ এঁটে॥

---

(৮৯)

ভৈরবী—একতালা।

পতিতপাবনী গঙ্গে;
ত্রিলোচনজায়া, ত্রিপথগা কায়া
ত্রিভুবন ভ্রম রঙ্গে।
ত্রিতাপহারিণী ত্রিগুণধারিণী ত্রিলোকতারিণী অঙ্গে
সগরনন্দনগণ পরিত্রাণকারণ মিশিলে সাগর সঙ্গে।

তব পূতবারি পতি ত্রিপুরারি রেখেছেন উত্তমাঙ্গে
(তুমি, মহিমা প্রকাশি, তমোরাশি নাশি নিস্তারিলা মা মাতঙ্গে
সংসারসঙ্কটে পড়ি করপুটে ডাকি মা শমনাতঙ্কে।
করুণা বিকাশি শশধরে আসি হের হররমা অপাঙ্গে।

(৯০)
পূরবী—একতালা।

আমি নয়নসলিলে ভাসিতে ভাসিতে এসেছিলাম ধরামাঝে।
পুনঃ কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইনু সাজিয়া ভিখারী সাজে।
জীবনে না দেখি জনক জননী মনোহর রূপখানি,
শুনি নাই কাণে মধুমাখা কথা পূজি নাই পা দুখানি।
তাই পূজিতে বাসনা ওমা শবাসনা, তোর রাঙ্গা পা দুখানি,
দেখিতে ওরূপ নয়নে শ্রবণে শুনিতে সুধার বাণী।
ক'রনা বঞ্চনা, ওমা সুলোচনা ভুলায়ো না মিছে কাজে
হৃদয়-মন্দিরে এসো ধীরে ধীরে শমন পালাক লাজে॥

(৯১)
সিন্ধু—মধ্যমান।

ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তায়।
যে জন না ভালবাসে তারে যে বাসিতে যায়॥
যাহারে দেখিলে আঁখি অনিমিষ হ'য়ে রয়,
এ দুঃখ কারে জানাব সে জন না ফিরে চায়॥
যাহার মুখের বাণী, অমিয় সমান মানি,
সে বলে "আমারে সনে সে কেন সই কথা কয়"
ধিক্ তারে ধিক্ আমারে, ধিক্ ধিক্ প্রণয়েরে,
ধিক্ ধিক্ মদনেরে যে ঘটালে প্রেমদায়॥

(৯২)

ভৈরবী—মধ্যমান।

ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তায়।
ভালবাসা পাব বলে যে জন বাসিতে চায়॥
সরোবরে শতদল, সুষমাতে ঢল ঢল,
সে কভু কহে না কথা তবু লোকে দেখে তায়॥
অকাশে পূর্ণিমা শশী, ছড়ায় কৌমুদী রাশি,
কভু ত আসে না কাছে তবু মন হ'রে লয়॥
ভালবাসার এই রীতি, নিতে চায়না দিয়ে প্রীতি,
বিনিময় চায় যেবা সে কভু প্রেমিক নয়॥
ধিক্ ধিক্ স্বার্থপরে, ধিক্ সেই অভগারে,
অমূল্য প্রণয়ে ভাবে নীচ ব্যবসায়॥

(৯৩)

সিন্ধু—মধ্যমান।

রূপের ফাঁদ পাতিয়ে কেন ধল্লে আমার প্রাণপাখী।
তাই নিতে এসেছি হেথা ছেড়ে দেবে কি না বল দেখি॥
বল তারে কোন পিঞ্জরে রেখেছ আটক করে,
মাথা খাও ভাই বল মোরে, এনে একবার দেখাও একবার দেখি॥
অনাহারে অনাদরে, আছে কি আছে সাদরে,
সত্য ক'রে বল মোরে, দিওনা দিওনা ফাঁকি॥
ফিরে দেবে কি না দেবে বল, ক'রনা চাতুরী ছল,
না দাও দেখাও এনে যাই তাই জেনে হ'ল সাধের পাখী কি
ব্যাধের পাখী॥

(৯৪)

সিন্ধু — মধ্যমান।

তুমি মোর হৃদপিঞ্জরের বড় সাধের পোষা পাখী।
না হেরে তোমারে বল কিরূপে জীবন রাখি॥
প্রেম বুলি শুনব ব'লে, পুষেছিলাম কুতুহলে,
কখন ভাবিনাই ভুলে, তুমি উড়ে যাবে দিয়ে ফাঁকি॥
মানি নাই কোন বাধা, যখনি পেয়েছে ক্ষুধা,
দিয়েছি অধর সুধা আদরে বিরলে ডাকি॥
শূন্য দেখি সে পিঞ্জর, করিতেছি হাহাকার,
নিরন্তর নীরধার বহিছে যুগল আঁখি।
রূপ গেছে লাবণ্য গেছে, সব সাধ ফুরায়েছে,
অস্থি চর্ম্ম সার হয়েছে কেবল জীবন যেতে আছে বাকি॥

—•••—

(৯৫)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

আদর করিতে তারে আমি, বাকি কি রেখেছি আর।
এত ভালবাসা দিলাম পেলেমনা কণিকা তার॥
ডাকিলে না কাছে আসে, ভাবে ভালবাসি পাছে,
তবু বেড়াই পাছে পাছে (ভাবি) যদি দয়া হয় গো তার॥
সে যদি ঘুমায়ে থাকে, আমি অনিমিষে দেখি তাকে,
সে যদি দেখে আমাকে করে কত তিরস্কার॥
বুঝেছি জেনেছি মনে, সে হবেনা মোর এ জীবনে,
তবু ত ভুলতে পারিনে, মনোহর রূপ তার॥
চাঁদে কি ফুল্ল কমলে, সে রূপ এ ভূমণ্ডলে,
দেখিনাই ভাই কোন স্থলে তাই করি গো হাহাকার॥

(৯৬)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন থাক তার আশ্বাসে।
যার হৃদয়ে নাই মমতা সে কি কারে ভালবাসে॥
(যার) পাষাণে রচিত চিত, তারে ভালবাসা কি উচিত,
দেখিলে ত যথোচিত, দুঃখ জানায়ে তার সকাশে॥
কি করিল প্রতিকার, (নাই) তব প্রতি প্রীতি তার,
বৃথা কেন হাহাকার করিছ বিজনে ব'সে॥
ভুলে যাও তার রূপ খানি, সে বড় কঠিন কামিনী,
কেন দিবস যামিনী মর আঁখি জলে ভেসে॥

(৯৭)

ভৈরবী—একতাল।

আমার ভালে এত কি আছিল দুখ।
না পূরিল কাম, বিধি যদি বাম, কি ক'রে দেখাই মুখ॥
দেখি চারু যাতি, তুলি মালা গাঁথি,
যতনে পরিনু গলে;—
সে যে সাপিনী হইয়ে, দংশিল হিয়ে,
উগরিল হলাহলে॥
পিপাসায় সখি, নীরদে নিরখি,
যাচিনু শীতল জল;
জল না মিলিল, অশনি হানিল,
ভাঙ্গিল আমার বুক।

প্রতিপদ হ'তে লাগিনু দেখিতে,
সুধা আগে চাঁদ মুখ।
যবে পূর্ণ হ'ল শশী, রাহু আসি গ্রাসি,
নাশিল আমার সুখ ॥

(৯৮)

ভৈরবী—দ্রুত তেতালা।

(তুমি) কথা রাখ নিকটে এস না।
দূরে থাক ভাল থাক, ভালবাসায় ভাল রাখ, দেখা দিয়ে মোরে
কাঁদাও না ॥
তোমার মূরতি আঁকি, দিয়েছি হৃদয়ে রাখি, দেখে সুখে করি
কালযাপনা ॥
সে আমারে ভালবাসে, হাসিলে অমনি হাসে, কাঁদিলে সে করয়ে
সান্ত্বনা।
ক'রে কত আরাধনা, মানে করে উপাসনা, মম হৃদি বিনা সে
বসেনা ॥
(তুমি) এই ভিক্ষা দাও মোরে, ল'ওনা তাহারে হ'রে, তাহ'লে
এ জীবন রবে না ॥
আগে কত আশা দিলে, প্রাণ ভুলায়ে নিলে, অঙ্গ সঙ্গ ত দিলে না;
ব'লে অনুগত জনা, করিলেনা বিবেচনা, রেখে গেলে কেবল যাতনা॥

—•••—

(৯৯)

তোরি ভৈরবী—একতালা।

আগমনী,

কবে মা আসিবে, অশিব নাশিবে,

সন্তানে তুষিবে শিবসোহাগিনি ॥

আশা-পথ চেয়ে, আছি মা বাঁচিয়ে

দেখ মা আসিয়ে ত্রিতাপহারিণি ॥

স্কন্দ, গজানন, কমলা, বাগ্‌বাণী, ঈশে লয়ে ইযে এস মা ঈশানি।

পাষাণ হইয়ে থেকনা পাষাণি, হেরিতে বাসনা চরণ দুখানি ॥

কেঁদে মা মা রবে হল কণ্ঠরোধ, আমি মা অবোধ কে করে প্রবোধ,

যদি থাকে মা বিরোধ, করি অনুরোধ, ত্যজ দুর্গে ক্রোধ

সদানন্দরাণি ॥

ধরাধর হতে ধরাধরসুতে, এস ধরাধামে অধমে তুষিতে, দীনহীন

দ্বিজ শশধর সুতে, রবিসুত ভয়ে কাঁপিছে পরাণী ॥

(১০০)

তোরি ভৈরবী—একতালা।

আগমনী ;—

এস মা, এস মা এস ওমা উমা, স্বজন স্বগণসহ সুতালয়ে।

আনন্দে মগন, আছি নিশি দিন, আনন্দময়ীরে দেখিব বলিয়ে ॥

কেঁদে কেঁদে হ'ল সম্বৎসর গত, আর যে প্রবোধ মানে না এ চিত,

এখন উচিত, আসিতে ত্বরিত, হয়ে হরষিত হরি আরোহিয়ে ॥

শুভ ষষ্ঠীযোগে সুবোধন করি, বিল্বমূলে বসি আছি মা শঙ্করি ॥

করি-মুখে স্মরি, অধিবাস করি, অধম আশ্বাসে আছে মা বসিয়ে ॥

সম্বৎসর পরে, তিন দিন তরে, এস একুটীরে তুষিতে পামরে,
তাও যদি দেখা না দেবে আমারে কি সুখ তবে মা জীবন রাখিয়ে
এখনি ত্যজিব জীবনে জীবন, কাজ কি ধনজন কাজ কি মা ভবন,
দ্বিজ শশধর অতি অভাজন, সুত হ'য়ে কভু না দেখিল মায় ॥

---

(১০১)

পরজ—কাওয়ালি।

উমা ধনে ত্বরা আন গিয়ে।
না হেরিয়ে তনয়ারে বিদরিয়ে যায় হিয়ে ॥
না হেরে সে মুখশশী, দিবানিশি দুখে ভাসি,
ঐ দেখ ষষ্ঠীর নিশি, গেল পোহাইয়ে ॥
জননীর যাতনা তত, তুমি তা জাননা ত,
সম্বৎসর হ'ল গত, আমার কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ॥
বলে দ্বিজ শশধরে, কেন পাঠাইবে ধরাধরে,
উমা বাঁধা প্রেম ডোরে, ঐ দেখ আসিছে ধাইয়ে ॥

(১০২)

ভৈরবী—ঠাস কাওয়ালী।

সাধে কি সাধে আমি ডাকি মা পাষাণী বলে
তোর নয়নে ধরে না হাসি আমি ভাসি আঁখি জলে ॥
জায়া তুমি সর্ব্বমায়া, সর্ব্ব শক্তি মহামায়া,
তবে কেন মন কাঁদা আসে মা পিত্রালয়ে।

কটাক্ষে সৃষ্টিপ্রলয়, বাসনাতে যাঁর হয়,
চিরদুঃখী তাঁর তনয় বিষাদ মা পলে পলে ;
এখন সদয়া হও, কেন কলঙ্ক রটাও,
একবার মা ফিরে চাও, তনয়ে নয়নমেলে ॥
মা তুমি শিবমোহিনী, শিবে অশিবনাশিনী,
(তবে কেন) দিবা যামিনী, দুখ শশধর ভাসে ॥

---

(১০৩)

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল।

কোন পথে মা যেতে হবে সে পথ মা কেমন ধারা।
সেথা রবিকরে, তিমির হরে কিম্বা মা আঁধারে ভরা ।।
কাহাকে কি সঙ্গী পাব, অথবা একাকী যাব,
কার কাছে জিজ্ঞাসিব, হই যদি মা দিশেহারা।
ক্ষুধা নাশে মিষ্ট ফল, আছে কি পিপাসার জল,
আছে কি নির্ম্মিতা সেথা পান্থশালা শ্রান্তিহরা
আছে কি পুষ্পিত তরু, কিম্বা ভয়ঙ্কর মরু,
শোভন সুগম কিম্বা দুর্গম শ্বাপদে ভরা ॥
যাদের তরে অনিবার, করিতেছি হাহাকার,
হাসি মুখে আসি আমায় দেখা কি মা দিবে তারা ॥

(১০৪)

পুরবী—কাওয়ালী।

ভবে এসে ভবের ভজন হলো না হ'লো না।
বিফলে জনম গেল আমি অতি অভাজন।
থাকিলাম অলসে বসে, না ভজিলাম আশুতোষে,
রঙ্গ রসে হইনু মগন ॥

কখন ভাবি নাই মনে, যাব শমনভবনে,
সদা সুখে কাটাব জীবন।
ধন জন যৌবন, রবে সম চিরদিন,
কখন না হইবে পতন।
কোথা গেল সেই ধন, কোথা গেল পরিজন,
কোথা বা সে লুকাল যৌবন।
কালবাহন-ভূষণ, ঘণ্টাধ্বনি ঘন ঘন,
শুনে ভয়ে ঝরে দু'নয়ন।
ফণী ক্রুর শিরোমণি, সে হ'ল মাথার মণি
ভস্ম অঙ্গে হইল ভূষণ।
শশধর আঁখিজলে, ভেসে দুখে কেঁদে বলে
(আমি) না পাইনু পূজিতে চরণ॥

—০০—

(ছলক্রমে কদ্রুর দাসী হ'য়ে বিনতা গরুড় ও অরুণকে লক্ষ্য করিয়া গাইতেছেন)

(১০৫)

ভৈরবী—দ্রুত ত্রিতালা।

আমি কি তোদের মা নৈরে।
রাজমাতা হ'য়ে কেন দাসী হ'য়ে রৈরে।
দেখায়ে ভোজের বাজি, লুটিল রতন রাজি,
তাই এবে কাঙ্গালিনী হৈরে;
তোদের উদরে ধ'রে রয়েছি মরমে ম'রে
কে নিবারে দুঃখ তোরা বৈরে।

(যারা) ক্ষুদ্র দ্বীপগর্ত্তবাসী, তাদের মায়ের দাসী
হ'য়ে কেন এত জ্বালা কৈসরে।
দাসীত্ব শৃঙ্খল গলে, প্রতি দিন প্রতি পলে
তার সুতে কেন পিঠে বৈরে॥
দুখনিশি হলো ভোর. এখন ঘুমের ঘোর,
এ দুখ কাহারে আমি কৈরে।
উঠ বৎস! বাহু বলে, দল খল পদতলে,
আমার আশিষে হও জয়ী রে॥

[কংশবধে যাত্রার সময় বয়স্যগণের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি।]

(১০৬)
ভৈরবী—যৎ।

তোরা আয় আয় আয় আয় মায়ের কাজে আয়।
কেন বৃথালসে, রৈলি বসে, কুপুত্রের প্রায়।
(যাঁরে) স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ বলে, তাঁরে শত্রু পদতলে দলে,
কলে কি বলে কৌশলে উদ্ধার তাহায়।
যিনি বীরপ্রসবিনী, তিনি আজ অনাথিনী,
তিনি আজ পরাধীনা বন্ধ্যানারী প্রায়।
জাতি অভিমান ভুলি, কর ভেয়ে ভেয়ে কোলাকুলি,
"বন্দে মাতরম্" বলি চলরে ত্বরায়।
রাখিতে মায়ের মান, যদি যায় যাক্ প্রাণ,
"বন্দে মাতরম্" বলি পড়িব ধরায়।
(দিয়ে) ভ্রাতৃ হাতে মাকে তুলি, মেখে মা'র পদধূলি,
আসি বলে হাসি মুখে লইব বিদায়॥

[অঘাসুর গ্রাসমুক্ত বালকগণের বলরাম ও কৃষ্ণের প্রতি উক্তি ।]

(১০৭)

বাহার—পঞ্চমসোয়ারী ।

চলরে চলরে বল চলরে কানাই ।
আর বৃন্দাবনে নিধুবনে বিলাসে কাজ নাই ।
যাদের মা কারাবাসিনী, পরাধিনা অনাথিনী,
তারা কেন আছে বেঁচে বল রে বলাই,
(কৃষ্ণ) ছাড় হাসি ফেলে বাঁশী ধর অসি ভাই ॥
দুষ্ট করে নষ্ট হায় কি কষ্ট বাল-বৎস গাই ।
মোরা বাণিজ্যবিহনে বনে জীবন হারাই ॥
যে রাজা প্রজাপীড়ন, বিনা দোষে অনুক্ষণ,
করিতেছে, তার প্রাণনাশে দোষ নাই ॥

(অঘাসুর বধে প্রয়োজ্য)

(অসুর পরাজিত বলিগৃহগত ইন্দ্রের পতি অদিতি

(১০৮)

ভৈরবী—যৎ ।

তার কি এখন বিলাসের সময় ।
যার জননী অনাথিনী পরাধীনা হয়ে রয় ।
বিমাতা সম্পদে ভুলি, বৈমাত্রের পদধূলি,
চন্দন সমান যেবা মাখেরে মাথায় ।
ধিক্ সেই অভাগারে, ধিক্ সেই কুলাঙ্গারে,
পড়ুক অলুক্ষ বাজ তাহার মাথায় ॥

॥র ভার কেন তুমি, বৃথা সহ কর তুমি,
ফন দুখে বক্ষে ধ'রে রাখ সে তনয়।
ও দাও দূরে ফেলে, ডুবায়ে সিন্ধুর জলে,
নষ্ট নরকে যাক্ নীচ দুরাশয় ॥

(১০৯)

ভৈরবী—যৎ।

কংশ-কারাগারে কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি দেবকী]

জননী-যাতনা যত দেখ রে নয়নে।
কি প্রকারে কারাগারে আছি বন্ধনে ॥
নাইরে আসন, নাইরে অশন, নাইরে বসন নাইরে ভূষণ,
জঠরে জ্বলে হুতাশন বাঁচি কেমনে ॥
আমি নইরে ভিখারিণী, বীরপুত্রপ্রসবিনী,
তবে কেন থাকি দিবাযামিনী ধরাশয়নে।
কাল বলে করে ঘৃণা, আমার প্রাণে সহে না,
একবার উঠে দেখা বীরপনা সোদরসনে ॥
যদি বল ওরে বল, কোথা পাব অস্ত্র বল,
ধর লাঙ্গল মুষল শত্রু শাসনে।
ত্যজ আলস্য বিলাস, ভুজবল পরকাশ,
কেন থাক পরদাস নিজ ভবনে ॥

(১১০)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

দধি বেচিবারে যাই, করে ধরি বিনয় করি ছাড়গো কানাই।
শুনগো নুতন নেয়ে, ত্বরা তরী দাও বেয়ে,
ঐ দেখ চেয়ে, আর বেলা নাই॥
ক্ষীর সর নবনীত, যাহা তব মনোনীত,
গৃহে এলে যেও কালা তোমায় দিব তাই;
শুন গুণমণি কই, খাসা ছানা শুখ দৈ,
সুখে মুখে দেবে তুলে প্রেমময়ী রাই॥

(১১১)

খাম্বাজ—একতালা।

কি আছে মা শেষকালে, স্বজনবিহীন দানহীন ভালে।
কে দুঃসহা ক্ষুধা হ'লে তারা বল, দিবে অন্ন দিবে পিপাসার জল,
অঙ্গে নাহি বল, দেহ যে বিকল, জড়িত মানস বিষয়জালে।
অর্থ আকিঞ্চনে পরমার্থ ভুলি, পর উপাসনা করেছি কেবলি,
পরকালে কালি! দিয়ে জলাঞ্জলি, কাটায়েছি কাল পরশালে।
পরাৎপরে কভু পূজি নাই মানসে, গমন করি নাই পরমেশ পাশে,
রমণী সকাশে, রঙ্গরস আশে, ফুরায়েছে আয়ু অন্তরালে,
এবে ভয়ে ভীত চিত সদা আকুল, পর পর সবে দেখে প্রতিকূল,
তবে পাই কূল যদি অনুকূল হও মা অন্তমে গিরিবালে॥

(১১২)

ভৈরবী—যৎ।

নিরানন্দে গেল দীন মা আনন্দকাননে আসি।
রোগে শোকে জীর্ণদেহ আর বৈতে নারি দুখের রাশি ॥
নিত্য অন্ন বস্ত্রদানে, তুষিছ সন্তানগণে, দীনের প্রতি কি কারণে
নিদয় হ'লি এলকেশি ॥
লক্ষ লক্ষ নরনারী, সুখে সদা ও শঙ্করি, বাস করিছে তব পুরী,
আমার স্থান কি নাই মা কাশী ॥
চাইনা অশ্ব চাইনা গজ রত্নরাশি নই প্রয়াসী,
অন্নবস্ত্র ভবন পেলে সুখের সাগরে ভাসি ॥
ভজন সাধনবল নাই যে তোর চরণে মা পরাই ফাঁসি।
"বালানাং রোদনং বলং" তাই তোর দ্বারে কাঁদি বসি ॥
কটাক্ষে পালিছ মাগো স্বর্গ মর্ত্ত পাতালবাসী,
খেদে শশধর কেঁদে বলে আমার ভার কি এত বেশী ॥

(১১৩)

সিন্ধু—যৎ।

তোর করুণা বিনা শ্যামা বল কে লভিতে পারে।
গুণ জ্ঞান ধনজন যশঃ মান এ সংসারে ॥
কেউ বা প্রাতঃকালে উঠে, মাথায় মোটে বেড়ায় ছুটে,
অন্ন নাহি তার জুটে, দু'নয়নে বারি ঝরে।
কেউ বা রম্য হর্ম্ম্যোপরে, আবাল্য বসতি করে,
অনায়াসে ক্ষুধানাশে নবনীত ক্ষীরসরে ॥
পুত্রহীনা রাজরাণী, কাঁদে দিবসযামিনী,
শত পুত্র ভিখারিণী কুটীরে প্রসব করে ॥

তাই দিবা বিভাবরী, তোর করুণা কামনা করি,
কিঞ্চিত করুণাকণা দেগো দীন শশধরে ॥

(১১৪)

খাম্বাজ—যৎ ।

তোমার পবিত্র প্রেম তোমারে বঞ্চনা করি ।
কুপুত্র হইয়ে আমি অপাত্রে দিয়েছি হরি ॥
এধন মানব মনে, তুমি দিয়েছ যে কি কারণে,
একবার ভাবি নাই মনে উহু মরি মরি মরি ॥
তব ভব রঙ্গালয়ে, আমি কভু পাপ বিনিময়ে,
কভু দিয়াছি বিলায়ে লাভালাভ না বিচারি ॥
তনু অণু তাপানলে, এবে দিবানিশি জ্বলে,
অজস্র আঁখির জলে নেবেনা নেবেনা হরি ॥

(১১৫)

পরজ—ঢিমে তেতালা ।

বালাবরুণবরণী কে তরুণী কার ঘরণী ।
দৈত্যনাশা, রক্তবাসা, ভক্ত-আশাদায়িনী ॥
শঙ্খচক্র ধনুর্ব্বাণ, চারি করে সুশোভন,
নারদাদি মুনিগণ-সেবিতা ত্রিনয়নী ।
রত্নদ্বীপময় গজে, কিবা কেশরী বিরাজে,
তদুপরি ফুল্ল সরোজে নাগ-যজ্ঞোপবীতিনী ॥
নানালঙ্কারভূষিতা, ত্রিবলীবলয়োপেতা,
জানিনা কার দুহিতা নাভিনালমৃণালিনী ।

বলে দ্বিজ শশধর, বৃথা কেন চিন্তা কর,
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী মোক্ষদাত্রী হররাণী ॥

---

(১১৬)

পুরবী—কাওয়ালী।

ভূত প্রেতে কেন কর ভয় ভূতময় সমুদয়।
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড দেখ ভূতের সমষ্টি হয়॥
জলভূত স্থলভূত, অনল অনিল ভূত,
ভেবে দেখ পঞ্চভূত, তব প্রধান আশ্রয়।
পঞ্চভূত ছয় প্রেত, তব অঙ্গে অবস্থিত,
(আশা) পিশাচী সঙ্গিনী সহ রঙ্গে ভঙ্গে সদা রয় ॥

---

(১১৭)

সুরট মোল্লার—একতালা।

লিচু তুমি ধন্য ধরা মাঝারে।
বাগানে বসতি, কর রসবতি, কত বাদুড়ে বাঁদরে আদরে।
থাক শাখি-শাখোপরি সদা সুখে বসি,
নয়নে নিরখে নরনারী আসি,
অধরে না ধরে তব হাসিরাশি (ঢাক) মুখশশী পাতা ভিতরে ॥
সবে সুখী তব অঙ্গ পরশনে, তুমি হও কাতরা পর পরশনে,
তাই সদা পর কর-পরশনে থাক লোমাঞ্চিত শরীরে।
তোমার বোঁটা নয় ওটা মোটা মাথার বেণী,
পাতা নয় শিরে রবরের চিরুণী,
আঁঠি নয় হৃদি মাঝে শূলপাণি, বসি বাণলিঙ্গ আকারে ॥

দেশী বেদানা মোজফ্ফরপুরে, বিহার সহরে নানা মূর্ত্তি ধ'রে,
বাজরায় বসে আছ স্ফূর্ত্তি ক'রে, ফলমাঝে সে'জ বাজারে।
তব মুকুলে আকুল মানুষ মানস,তব বাঁটায় লাগেনা সুপক্ক পনস,
তুমি আঁখির ইঙ্গিতে সবে কর বশ, রাজারে আমীরে ফকিরে ॥
তোমার মূর্ত্তি মনোহর, বর্ণ মনোহর, গন্ধ মনোহর,
স্বাদু মনোহর,
মোণ্ডা মনোহরা কিঙ্করী কিঙ্কর, তাই তব পিছে চ'ল অধরে,
আমি দ্বিজ দীনহীন ক্ষীণমতি, নাহি জানি তব ভকতি স্তুতি,
আসিয়ে বসতি কর রসবতি, (তব দাসের রসনা উপরে ॥

(১১৮)

পূরবী—একতালা।

কভু পূজিতে পেলাম না তোরে।
কভু দেখিতে নারিনু নয়ন ভ'রে ॥
দেবদেবসঙ্গ থাক মা ত্রিদিবে, কিরূপে দেখিবে বল জীবে শিবে,
কাছে এসনা বসোনা শিশুরে তোষ না মরিলে
হেরনা তনয়ে ফিরে।
জগতজননী লোকমুখে শুনি, তাই মা বলে ডাকি মা
কাঁদে মা পরাণী,
সদা বাসনা সর্ব্বাণি শুনি তোর বাণী, চাঁদ মুখে
ডাক মা মোরে ॥
মনুজ মূরতি ধরি ধরাধামে, না ভজিনু শ্যামশ্যামা শিবরামে,
দীন দুরাচারে পশুর আচারে, ঘুরালে ভবানি এ ভব ঘোরে ॥

———

(১১৯)

কফি সিন্ধু—যৎ।

সন্তানের সাধ হ'লে শ্যামা মার কাছে কেঁদে জানায়।
মা অভীষ্ট অর্পিয়ে তারে, কোলে ল'য়ে চোখ মুছায়॥
যদি নাহি থাকে ঘরে, পর ঘরে ভিক্ষা ক'রে আদরে অর্পিয়ে করে
সন্তানের সাধ মিটায়।
তুমি ত্রিভুবনেশ্বরী, কুবের তব ভাণ্ডারী, তোমার সুত ভিখারী,
এ দুখ বলিব কায়।
কোন্‌গুণে ব্রহ্মময়ি! নাম ধর মা দয়াময়ী,
যে দুখ জীবনে সই বচনে বুঝান দায়॥
বিদ্যাবুদ্ধি ধন জন, রূপ গুণ ধর্ম্মজ্ঞান,
তনয়ের আকিঞ্চন বল কি দিয়েছ তায়।
এবে প্রাণ যায় যায়, ভস্ম প'ল সব আশায়॥
দুখের বোঝা বহাইয়ে সন্তানে দিলি বিদায়;
সব দুখ পরিহরি সব যাতনা পাসরি,
যদি অন্তিমে অধম সুতে রাখ শ্যামা রাঙ্গা পায়॥

---

(১২০)

ইমন কল্যাণ—একতালা।

কি বাসনা মনে বুঝিতে পারিনে ভাবি নিশিদিনে।
নরসাজে ধরামাঝে, আসিয়ে মরিমা লাজে,
পশুভাব হৃদি বিরাজে ছাড়িতে পারিনে॥
তোরে ডেকে নাহি পাই, কি করি কোথায় যাই,
এ দুখ কারে জানাই, কে নিস্তারে তোমা বিনে।

বাল্য যৌবন গত, প্রৌঢ়তা উপনীত,
সতত ভীত এ চিত্ত কাল ভাবনায়—
দুরন্ত কৃতান্ত এসে, কেশে ধরিবে শেষে,
ল'য়ে যাবে কোন্ দেশে ভেবে বাঁচিনে ॥

(১২১)

সুরট—একতালা।

আর আসিবনা এ ভুবনে।

রাজত্ব ইন্দ্রত্ব সকলি অনিত্য, সকলি দাসত্ব বুঝেছি মনে।
যে ত্রিতাপে দহে দরিদ্র কিঙ্কর, সেই তাপে দহে রাজরাজেশ্বর,
তবে কি আছে দরিদ্র ধনীতে অন্তর, সব শবসম মহাশ্মশানে।
দীনের যে দুখ জননীজঠরে, সেই দুখ ধনী জননীউদরে—
পাইবে রহিবে সহিবে কাতরে দোঁহে সমভাব বিধি বিধানে।
মললিপ্ত দেহে দোঁহে শয্যা পরে, ক্ষুধাক্ষাম দেহে কাঁদিবে কাতরে,
মিত্রের আদরে শত্রু অনাদরে, সমসুখ দুখ হাস্য রোদনে ॥

(১২২)

সিন্ধু—যৎ।

আর কারে জানাব শ্যামা মা বিনে কে দুখ নিবারে।
তাই মা মা বলে ডাকি আমি দিবানিশি বারে বারে ॥
যখনি ত্রিতাপানলে, দেহ মন প্রাণ জ্বলে,
তখনি মা পলে পলে, ডাকি তারা তারস্বরে।
আশুতোষজায়া হ'য়ে, দয়াময়ী নাম ল'য়ে,
কেন মা পাষাণী হ'লে, রৈলি বসে নিজ ঘরে।

দুর্গমে দুর্গতিহরা তাই দুর্গা নাম ধর তারা,
তবে এ রীতি মা কেমন ধারা বল দ্বিজ শশধরে ।।

(১২৩)

মল্লার—একতালা ।

মা ! পুনঃ কি আসিবে ভবে ।
জননীজঠরে, কঠোর যন্ত্রণা পুনঃ কি এ দাস সবে ।
পুনঃ তনু অনুদিন কি ত্রিতাপে পুড়িবে হইবে ক্ষীণ নিজ পাপে,
পুনঃ কি প্রবল ইন্দ্রিয়প্রতাপে অধম সংসারে মজিয়ে রবে ।
ভাবিলে সে ভাব বড় ভয় পাই, তাই তোরে তারা কাতরে জানাই
যেন না থাকে মানসে বাসনা বালাই—
অন্তে তোরে যেন পাই মা শিবে ।।

(১২৪)

কাফি কাওয়ালী ।

ছাড়না ছলনা রসময় অসময় ।
চেয়ে দেখ দিনমণি অস্তাচলগত প্রায় ।।
আমরা কুলের নারী, কুলে তুলে দাও হরি,
গোকুলে সকলে ভাল নয় ।

প্রতিদিন প্রতি পলে, কত ছলে কত বলে,
এত কি রমণীপ্রাণে সয়।
এ ত যমুনা বৈত নয়, পরপার দৃষ্ট হয়,
অকূল জলধি এত নয়—
তুমি অকূল জলধিজলে, পার কর কুতূহলে,
তায় তোয় নাবিক যে কয়।
অকূলে ডুবাতে নারী, তরী টলাতেছ হরি,
তাতে মোরা নাহি পাই ভয়।
এযে তরীর উপরে হরি, তব যুগল চরণে তার,
তরুণীর পরম আশ্রয়॥